কবিতা মোদের প্রাণ

জান্নাতুল ফেরদাউস

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

কবিতা মোদের প্রাণ

জান্নাতুল ফেরদাউস

প্রথম প্রকাশ জুন ২০২৪ইং
© সম্পাদক ও কবি
প্রচ্ছদ মোঃ নাছিম প্রাং
প্রকাশক মোঃ নাছিম প্রাং
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী
Mobile: 01755-274614, 01516-379064
E-mail: ichchashakti22@gmail.com
কম্পোজ এন.এস কম্পিউটার্স
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অনলাইন পরিবেশক Rokomari.com
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র
Published by ichchashakti Prokashoni
34 Banglabazar, Dhaka-1100
Poetry is my life Price: BD Tk. 250
ISBN: 978-984-35-6639-3

উ ৎ স র্গ

আমার সম্পাদনায় প্রথম যৌথ কাব্যগ্রন্থ “কবিতা মোদের প্রাণ’ আমি উৎসর্গ করলাম চার চরিত্রকে।

মা–

যার দোয়া ও ভালোবাসা আমি এতটুকু পর্যন্ত আসতে পেরেছি। যে ভাষা কথা বলছি, লেখছি, মনের সকল ভাব প্রকাশ করেছি। তাকেই তো জীবনটা উৎসর্গ করে দেওয়া যায়।

বাবা-

বট বৃক্ষের মতো ছায়া হয়ে থাকা মানুষটি। যার সার্পোট প্রতিদিন আমাকে স্বপ্ন দেখানো শিখায়।
এই মানুষটির আদর্শে জীবনের শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাই।

–

নাছিম ভাইকে যে বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে ছিল। যার সহযোগিতায় আমি এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পন্ন করতে পেরেছি।

–

অবশেষে উৎসর্গ করলাম কাব্যগ্রন্থে অংশগ্রহণকৃত সকল কবি/লেখকদের এবং পাঠককে।

সূ চি প ত্র

কবির নাম	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবির নাম
ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা	৫	৫৬	মোহাম্মদ ইয়াছিন
আল আমিন গাজী	১১	৫৭	মরিয়ম মৌরি
লীলা ছেড়াও	১৩	৬১	উসমান বিন আফফান
জান্নাতুল ফেরদাউস	১৫	৬২	এস ইসলাম সুজন
নাছিমা আক্তার জাহান আলো	১৬	৬৩	আফরিন আক্তার নিশাত
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি	২৫	৬৪	তৌকির আহম্মদ তুষার
মোঃ রাকিব হাওলাদার	৩৫	৬৬	সিফাত হোসাইন
তারেক ভূঞা	৩৮	৬৭	নয়ন কর্মকার
আব্দুল্লাহ মাসউদ	৪০	৬৮	মোঃ জাহিদ হাসান (জায়েদ)
মুকিত ইসলাম	৪১	৭৩	এম এ চৌধুরী হাছিব
মুহাম্মাদ আবু মুসা	৪৩	৭৫	অপু দাস
সানি হোসাইন	৪৪	৭৭	ইদ্রিস আল মাহমুদ
তাসকিয়া আহমদ তানিয়া	৪৫	৭৮	মোঃ জাহেদুল ইসলাম
সুবীর কুমার গুপ্ত	৪৬	৮০	বিখ্যাত মনিষীদের কিছু উক্তি

কবি পরিচিতিঃ ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া লোহাগাড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আনোয়ার হোসেন, মাতা- রেহেনা আক্তার। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রামের একটি ভার্সিটিতে পড়াশোনায় অর্ধায়নরত আছেন।

গ্রীষ্ম এলো

ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা

গ্রীষ্ম এলো বাংলার তরে
খা খা তাপ ঢালে,
পায় না কোন বৃষ্টি
মরুভূমির সৃষ্টি।

গ্রীষ্ম এলে বাংলার তরে
নানান রঙের ফল ফলে,
আম-জাম, লিচু-কাঁঠাল
স্বাদে হয় মন মাতাল।

গ্রীষ্ম তোমার রূপ আলাদা
তাই কি তুমি ভিন্ন?
অল্প করে দিও গরম
মোদের তৃপ্তির জন্য।

পর্দা

ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা

নারী তুমি পর্দা করো
পর্দা তোমার ভূষণ,
পর্দা ছাড়া পরপারে
নাই যে তোমার আসন।

পর্দা করে চলো যদি
ইহকালে তুমি,
ইভটিজিং এর শিকার হতে
বাঁচবে চিরদিনি।

মুমিন নারী পর্দা করবে
এটা আল্লাহর বিধান,
নবী তাই বলে গেলেন
পর্দায় নারীর মান।

পর্দা ছাড়া পরপারে
নাই'যে তোমার আসন
নারী তুমি পর্দা করবে
এটাই তোমার ভূষণ।

শ্রাবণের ডাক
ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা

বৈশাখ - জ্যোষ্ঠ গেল চলে
আষাড় - শ্রাবণ এলো,
বিরহের এক ডাক বুঝি
হৃদয় নাড়া করলো।

বুকের মাঝে পাহাড় জমা
পাথর জমাট কষ্ট,
স্বপ্ন আমার ভেঙে যাবে
এটা কিন্তু স্পষ্ট।

মিথ্যা আশা, মিথ্যা মায়া
চারপাশে পরিপূর্ণ,
স্বপ্ন আমার ভেঙে যাবে
এটা নয় কিছু ভিন্ন।

শ্রাবণের এক বিরহের সুর
বেজে উঠলো বুকে,
তাইতো আমি ঘৃণা করি
শ্রাবণের এই মাসকে।

পুষ্প তুমি
ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা

তুমি অপূর্ব এক ফুল
তুমি সর্বহারা করো প্রেমিকের কোল।
তুমি সর্গের সজ্জিত অরণ্য
তোমাতে আছে শত প্রেম জাগ্রত।

তুমি রুপবতী, তুমি সুভাষের স্রষ্টা
তোমাকে ছোঁয় জীবনের নতুন স্বপ্নের জন্য।
তুমি রাগী, তুমি আদুরী, তুমিই সেই পুষ্প
তোমাকে ভালোবাসা দিয়ে গেলাম তোমারি জন্য।

কৃষ্ণচূড়া
ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা

কৃষ্ণচূড়া ফুল তুমি তো আসলে ভুবনে
রঙিন পোশাক পরিহিত, তোমার দু-নয়নে।

আচ্ছা তুমি ঝড়ে গিয়ে কর কি প্রমাণ?
আপন মানুষ পর হয় এটাই কি টান।

নাকি তুমি ভিন্ন সাঝে সাজতে বুঝাও আমায়
বলো ওহ ফুল একটু আমায় দিয়ে দাও তার প্রমাণ।

এক জোড়া হাত

ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা

আমি এক জোড়া হাত চাই,
যে হাত আমায় বাঁচতে শিখায়,
আধার পথে আলো দেখায়,
জয়ী হওয়ার শক্তি জোগায়।

আমি এক জোড়া হাত চাই,
যে হাতে হাত রেখে দূর দিগন্ত যাওয়া যায়।
সত্যের পথে লড়া যায়,
এমন এক জোড়া হাত চায়।

যে হাতে হাত রেখে
চোখ বন্ধ করে বলা যায়
ভালোবাসি তোমায়,
রাখবে কি আমায়?

ডাক

ফারজানা ইয়াসমিন রুম্পা

বলতে পারো আজকে কেন
মুসলমানরা কাঁদে?
নিষ্পাপ ঐ ফুলগুলো সব
ঝরছে কোন আঘাতে?

ইহুদিদের জালে যদি
আল আকসা হয় বন্দী
মুসলমান হয়ে করছো কি তুমি
ছেড়ে দাও ঐ নামটি।

ভাই হয়ে যদি ভাইয়ের পাশে
নাহি থাকতে পারো!
কি হবে দেহে রক্ত রেখে
ঝেড়ে পেলো সব রক্ত।

তুমি কি দেখ না ফিলিস্তিনে
ভাইরা তোমার কান্দে?
কোন সে আশায় চুপ তুমি
নামছো না কেন মাঠে?

ডাক দাও আবার তাওহিদেরি
ডাক দাও রিসালাতের,
উমর হয়ে আসো সবে
বিজয় স্ব-নিকটে।

কবি পরিচিতিঃ কবি আল আমিন গাজী ২০০২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি বাউফল উপজেলার স্বনামধন্য শৌলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মোঃ হালিম গাজী এবং মাতা মোসাঃ মিনারা বেগম। কবি পূর্ব কালাইয়া হাসান সিদ্দিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কবি আল আমিন গাজী বর্তমানে বাউফল সরকারি কলেজে স্নাতক শ্রেণির (বিএসসি পাস) কোর্সের ২য় বর্ষের পরীক্ষার্থী। তিনি আমৃত্যু পর্যন্ত লেখালেখি নিয়ে থাকতে চান। আমরা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

শুধু তোমারই জন্য!
আল আমিন গাজী

দখিনা সমীর ফুরফুরে বইছে প্রকৃতির পুঞ্জে,
উৎফুল্লে মন ভরে ওঠে, পাখ-পাখালির গুঞ্জে।
আজও অপেক্ষায় আছি, শুধু তোমারই জন্যে!

কৃষ্ণ,পলাশ ভেসে বেড়ায় বাহারি গন্ধে,
তাহার সুগন্ধ দোলা দেয়, হৃদয়ের স্পন্দে।
আজও অপেক্ষায় আছি, শুধু তোমারই জন্যে!

শিমুলের ডালে বসা, কোকিলের কুজন কণ্ঠে,
সুলুলিত গান কেড়ে নেয়, বিশ্বের মানদন্ডে।
আজও অপেক্ষায় আছি, শুধু তোমারই জন্যে!

বসন্ত এলে প্রকৃতি সাজে রং-বেরঙে,
কাল্পনিক কবি হারিয়ে যায়, তাহাদের সঙ্গে।
আজও অপেক্ষায় আছি, শুধু তোমারই জন্যে!

নয়া পুষ্পে ঘেরা, এই সজিব প্রকৃতির চারপাশ,
বাহারি রূপে আপ্লুত হই, আমি জীবন্ত লাশ।
তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম হে বসন্ত বিলাস!

ঈদের খুশিতে
আল আমিন গাজী

মাগো আমি ঈদের দিনে
পড়বো, নতুন জামা,
সেমাই-পায়েস-ফিরনি খাবো
তুলবো বকশিশ চাঁদা।

বন্ধু স্বজন সবাই মিলে
ঈদগাহ্'তে যাই,
ঈদের আমেজ কোলাকুলির
শান্তি খুঁজে পাই।

আছে যত গরিব দুঃখী
অভাগী স্বজন,
একটি হলেও নতুন জামা
দিব গো তখন।

পাগল ছেলের কথা শুনে
মা - জননী হাসে,
বড় হয়ে তুমি যেন
থাকো তাদের পাশে।

কবি পরিচিতিঃ "লীলা ছেড়াও" গাজীপুর জেলা কালীগঞ্জ, পিপ্রাশৈল গ্রামে একটি খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মৃত জন ছেড়াও, মাতা- মৃত জসিন্তা ছেড়াও। বর্তমানে তিনি শমরিতা হসপিটাল লিঃ ঢাকায় সিনিয়র স্টাফ নার্স হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ছোট বেলা থেকে কাব্য চর্চা করতেন, ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী।

বৃষ্টি ভেজা তুমি
লীলা ছেড়াও

ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ফোটা
পড়ছে আমার গায়ে,
তুমিও চাইলে ভিজতে পারতে
আমার সঙ্গী হয়ে।।

বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনে
মনটা ব্যাকুল করে,
বৃষ্টির জলে দু'জন মিলে
ভিজতাম মজা করে।।

আমি যদি বৃষ্টি হতাম
হঠাৎ পড়তাম ঝরে,
তোমায় আমি ভিজিয়ে দিয়ে
হাসতাম তোমায় দেখে।।

বৃষ্টি ভেজা মানুষটাকে
বড্ড অসহায় লাগে,
আদর করে কাছে নিতাম
জড়িয়ে রাখতাম বুকে।।

মেঘ তুমি আর কেঁদো না
বৃষ্টি হয়ে এসে,
সাথীর খুব কষ্ট হবে
আমি নেই পাশে।।

বৃষ্টি তুমি ধূইয়ে নাও
মনের কাঁদা মাটি,
এই পৃথিবীর কারো মন
নয় তোমার মত খাটি।

অন্ধকারে অশ্রুপাত
লীলা ছেড়াও

আমার ভালোবাসা রাখার জন্য
একটি শূন্য হৃদয় চাই,
যেখানে আমার সমস্ত অভিমান
জমা করে রাখা যায়।।

যখন আমার গভীর রাতে
হৃদয়ে হয় অশ্রুপাত,
তখন আমায় আগলে রাখবে
নিজের করে তার।।

গভীর রাতে নিঃশব্দে
আমার হৃদয়ে হয় জলোপ্রোপাত,
এই ভাবেই কেটে যায় আমার
হাজারও অন্ধকার রাত।।

চোখের সামনে ভেসে উঠে
হাজারও সোনালী স্মৃতি,
চিন্তার ভাজে ভাজে আসে
টানতে পারিনা ইতি।।

সূর্যাস্তের সৌধর্য্য মনের ভিতর
প্রেমের ছবি আঁকে,
অন্ধকার দাপিয়ে বেড়ায় জীবনে
এক প্রেমহীন উৎসবে।।

প্রতিটি রাত আমার ভীষণ দামী
দেখা হবে না স্বপ্নের গালিচায়,
প্রতি রাতে নিরবে-নির্জনে
অন্ধকারে অশ্রু ঝরে যায়।।

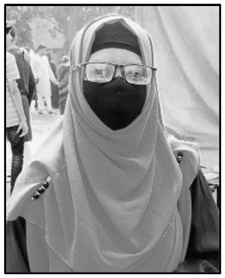

কবি পরিচিতিঃ জান্নাতুল ফেরদাউস তিনি কুমিল্লা জেলার, লাকসাম উপজেলার, বিপুলাসার অন্তর্গত গ্রাম ভোগই (হোসেন আলী বেপারী বাড়ি), এক বুক আগাম স্বপ্ন নিয়ে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২০০২ সালের ২৮ই নভেম্বর এই নবীন লেখিকার জন্ম। তার পিতা- জালাল আহমেদ এবং মাতা- রহিমা বেগম। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী মাত্র ১৩ বছর বয়সে সাহিত্যের জন্য তিনি ১ম কলম হাতে নেয়। ইসলামিক, মানবতা, প্রকৃতি, প্রেম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। এই পর্যন্ত তাঁর লেখা কবিতার সংখ্যা ২০টির ও বেশি। তিনি "ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী" থেকে সম্পাদনা হিসাবে কাজ করছেন আর তার সম্পাদনার প্রথম যৌথ কাব্যগ্রন্থটি হলো "কবিতা মোদের প্রাণ"। যৌথকাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- আত্মদহন, অবশেষে বৃষ্টি, শতরুপে শত কবিতা, কবিতার মেলা আমরাই সেরা, নির্বাচিত ২৫০ কবির কবিতা।

"মা-গো"

জান্নাতুল ফেরদাউস

'মা-গো' তুমি ছাড়া পৃথিবীটা হবে
বড্ড অন্ধকার।
'মা-গো' তুমি ছাড়া দিন যে আমার
কাটবে না তো আর।
'মা-গো' তুমি যদি যাও চলে আমারি আগে?
এই মৃত্যু যে আমি পারবো না সইতে।

'মা-গো' তোমার মুখের হাসি দেখলে কলিজা পুরায়।
'মা-গো' তুমি এ যদি না হাসো আর
কলিজা আমার যাবে যে পুরে।
আল্লাহ যেনো আমার অর্ধেক হায়াত
দিয়ে দে তোমায় বিলিয়ে।
তবুও যেনো আমার আগে না নেয় তোমাকে।

কবি পরিচিতিঃ নাছিমা আক্তার জাহান আলো (কবি ও সাহিত্যিক)। আমি রহিমা নওশের আলী অনার্স কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জীববিজ্ঞান পড়াই। আমাকে শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধার সাথে অফুরন্ত ভালোবাসে। শিক্ষাজীবন আমার অনেক ভালো লাগে। তাই আমি এই পেশা টাকে বেছে নিয়েছি। আমার স্বামী মোঃ আসাদজ্জামান তালুকদার সেলিম (সহকারী অধ্যাপক)। আমরা দু'জন একই কলেজে নিযুক্ত আছি। উনি ব্যবস্থাপনা পড়ান। আমরা দুই মেয়ে। পিতা- মোঃ আমজাদ হোসেন মাতা মোঃ রাহিলা খাতুন (খোকন)। আমি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত আছি। আমি বিভিন্ন সংগঠনে মডারেটর, টপ কন্ট্রিবিউটর ও উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত আছি। বিভিন্ন ব্যস্ততার জন্য এডমিন হতে পারিনি। আমি বিভিন্ন সংগঠন থেকে সেরা কাব্য সন্মাননা, সেরা গল্প সন্মাননা পেয়েছি। আমি লাইভে কবিতা আবৃত্তি করেছি, গল্প পড়ে শুনিয়েছি। আমি লেখালেখিকে অনেক ভালোবাসি। বই পড়া আমার নেশা।

জীবন নিয়ে খেলা

নাছিমা আক্তার জাহান আলো

জীবন নিয়ে কেন তুমি খেলছো এত খেলা;
তোমার কষ্টের মাঝে কেটে গেল বেল।
কষ্টই যদি দিবে তুমি করছিলে কেন বিয়ে;
আপন করে নাও না আমায় সুখ দিয়ে।

এই ভুবনে নাই কেউ তুমি আমার আপন;
তাইতো তোমায় নিয়ে দেখি আমি স্বপন।
জীবন নিয়ে তুমি ওগো আর খেলো না;
আমার মত কখনো আর কাউকে পাবে না।

অবুঝ মন
নাছিমা আক্তার জাহান আলো

কোকিলের কুহু কুহু ডাকে
মনটা আমার ভরে যায়;
অবুঝ মনটাকে আমার—
আবিরের রঙে রাঙাতে চায়।

কৃষ্ণচূড়ার তলে দাঁড়িয়ে ভাবছি
তুমি যদি একবার আসতে;
আঁধারের কালিমা দূর করে
আমায় একটু ভালোবাসাতে।

রাগ, অভিমান আমার সাথে
আর তুমি ওগো করোনা;
দিনরাত, লড়াই, ঝগড়া,
আমি আর কখনো করবো না।

অন্ধকার আঁধারে পথের ধারে
অপেক্ষা করছি সারাক্ষণ;
তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না আমি
কখনো মানে না অবুঝ মন।

প্রেমের মায়া
নাছিমা আক্তার জাহান আলো

আজি বসন্তে ফাগুনও রঙ্গে
গড়েছে শিমুল ছায়া;
মনের বাতাসে রঙ্গিন ছোঁয়ায়
জেগেছে প্রেমের মায়া।

মনের ফাগুন সেজেছে আজ
বসন্তেরই বাহার;
শিমুলের ফাগুনে সদা অভিমানে
নাই কিছু হারাবার।

তোমারে নীড়ের সন্ধানে আমায়
প্রতিটি রাত্রি জাগায়;
আজি বসন্তে ফাগুনও রাতে
মনে পড়ে যায় তোমায়।

আলতাপায়ে
নাছিমা আকতার জাহান আলো

সাঁঝের আকাশে মেঘলা বাতাসে
নুপুরের ছন্দে সেজে;
কোকিলেরই সুরে রূপবতী নারী
নাচে বাজনা বেজে।

চাঁদের জোছনায় তারার ছায়ায়
তুমি আসো আলতা পায়ে;
স্বপ্ন চোখের আলতো ছোঁয়ায়
আঁকবো রং তুলি দিয়ে।

মেঘের আড়ালে আঁচল বিছিয়ে
লুকিয়ে আছো গো তুমি;
আবেগের পরশে শতবার
তোমায় ভালোবেসে গেছি আমি।

আমার মনের মণি কোঠায় তুমি
থাকো হৃদয় জুড়ে;
আলতা পায়ে রঙিন সাজে
আসো গো আমার ঘরে।

একটি রজনী

নাছিমা আক্তার জাহান আলো

একটি রজনী আনিল জীবনে
শত ফাল্গুনেরই দান;
তোমার আকাশে জোছনা উঠে
হোক বসন্তেরই অবসান।

নাইবা ঘুমালে প্রিয় রজনী
প্রেমেরই গল্পে মাতিবো;
মধুর মাধুরীতে রাত্রি জেগে
দুটি হৃদয় মোরা বাঁধিব।

মিলনও বিরহে দুটি ফুলে
আজও স্মৃতির মালিকাগাঁথি।
একটি রজনী বারবার আসুক
ভুলে যেও না কভু সাথী।

তোমারই দহনে

নাছিমা আক্তার জাহান আলো

তোমারি দহনে আমারি জীবন
পুড়ে হলো ছারখার;
তুমি আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না
বলছি তোমায় আমি বারবার।

জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েছি আমি
তোমারই প্রেমে পড়ে;
তাই'তো তোমারি অত্যাচারে
বেঁচে আছি না মরে।

তোমারই দহনে আর পুড়িও না
একটু ভালোবাসা দাও না;
তুমি আমার জীবন মরণ
আমাকে আর কষ্টে রেখো না।

ধরেছে অনেক রোগে আমার
তোমারই দেওয়া আঘাতে;
সুস্থ, সুন্দর জীবন দাওনা
ভিক্ষা চাই ওগো হাত পেতে।

মিছিমিছি

নাছিমা আক্তার জাহান আলো

আমায় কেন ডাকছো
তুমি কুহু কুহু করে;
তোমার ডাকে সারা দিবো না
যাওনা দূরে সরে।

দূরে আছো দূরেই থাকো
আমায় কেন ডাকছো;
ছেড়ে যাওয়ার সময় তুমি
একবারও আমায় ভাবছো।

তোমায় ছেড়ে এখন আমি
অনেক ভালো আছি;
তোমার অত্যাচারের ছোঁয়া
যেন না আসে মিছিমিছি।

মৃত্যুর সাথে

নাছিমা আক্তার জাহান আলো

মৃত্যুর সাথে করছি লড়াই
কেউ তো সাথে রবে না;
এই ভুবনে আমি একা ব্যথাই ভরা বেদনা।

মনটা যখন হয় অস্থির কিছুই ভালো লাগেনা;
মৃত্যুর পরে বুঝবে সবাই
আমি যখন থাকবো না।

সংসার ধর্ম পালন করতে
করেছি সময় নষ্ট;
শত কষ্টে বেঁচে থাকা আমার হয়েছে কষ্ট।

কেউ জানে না কখন কার
আসবে হঠাৎ মরণ;
মিথ্যা মায়ায় পড়ে আছি কেউ করে না স্মরণ।

মৃত্যু আমার মনের ঘরে ঘাপটি মেরে আছে;
দেখবে একদিন প্রাণের বায়ু
হঠাৎ চলে গেছে।

তোমাকে পাওয়ার আশায়

নাছিমা আক্তার জাহান আলো

তোমাকে পাওয়ার আশায়
কত রাত্রি করেছি নিদ্রা ভঙ্গ;
তবুও তুমি আমার কাছে এসে
দিলে না কোন সঙ্গ।

তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য
দুটি চোখ নিরবে কাঁদে;
দুঃখ বেদনা ও যন্ত্রণা দিয়ে
ফেলেছো আমায় ফাঁদে।

বুকের ভিতর গড়ে আছে
যত কষ্টের পাহাড়;
নিস্তব্ধ হয়ে বেঁচে থেকে
করছে শুধু হাহাকার।

বিষন্ন মন দিয়ে পড়ে আছি
ব্যথা-বেদনা রেখো না;
সকল অভিমান ভুলে তুমি
আমার কাছে একটু আসো না।

একাকীত্ব দূর করবে বলে
আছি আমি দীর্ঘ অপেক্ষায়;
সব কিছু একদিন ঠিক হবে
বেঁচে আছি এইটুকু আশায়।

গোধূলি বেলা

নাছিমা আক্তার জাহান আলো

তোমার জন্য করছি আমি
অনুভূতিহীন অপেক্ষা;
ক্লান্ত পথের পথিক আমি
এসে জীবন করো রক্ষা।

অশ্রু জলে প্রাণ ভরে ডাকি
অগোছালো জীবনে তোমায়;
অপেক্ষার পূজারী হয়ে
থাকবো তোমারই অপেক্ষায়।

অবুঝ উদাসী মনটা আমার
স্বপ্ন দেখেছে আশার আলো;
মনের গহীন কোণে রেখে
বাসবো আমি অনেক ভালো।

আমি বুক বেঁধে আছি
তোমাকে পাবার আশায়;
ক্ষনিকের জন্য হলেও এসো
একটু গোধূলি বেলায়।

কবি পরিচিতিঃ সাইফুল ইসলাম, তিনি ১৯৯৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই থানার ১৬নং সাহেরখালী ইউনিয়নের ডোমখালী গ্রামে আব্দুল খালেক মিস্ত্রি বাড়ি মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মৃত তোতা মিয়া, মাতা- মাফিয়া বেগম। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনিই ছোট। ২০১২ সালে মিরসরাইয়ে ১৬নং সাহেরখালী ইউনিয়নের ডোমখালী গ্রামে নুরুল উলুম ইদ্রিসিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম থেকে যথাক্রমে ২০১৪ আলিম ২০১৬ ফাজিল এবং ২০২০ সালে কামিল শেষ করেছেন। তিনি খেলা প্রিয় ছিলেন পাশাপাশি শহীদ আফ্রিদিকে ভালোবাসতেন তাই উনার প্রিয় বন্ধুরা আফ্রিদি নামে ডাকতেন। সে থেকেই তিনি সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে তিনি তার প্রথম পাঠশালা নুরুল উলুম ইদ্রিসিয়া দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন।

যদি থাকো রাজি
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

যদি থাকো রাজি
বলতে চায় মন—
আরো ভালোবাসি।
হঠাৎ করে চমকে দিয়ে
বলতে চায় মন—
আরো কাছে আসি।

যদি থাকো রাজি
চোখে রেখে চোখ,
হাতে রেখে হাত
বলতে চায় মন—
তোমাকে ছুঁয়ে দেখি।
সুখে দুখে, আলো আঁধারে
বলতে চায় মন
তোমাকে নিয়ে বাঁচি।

কবিতা মোদের প্রাণ
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

কবিতা মানে শব্দ নিয়ে খেলা,
কবিতা মানে ছন্দে কথা বলা।
কবিতা মানে সুখ দুখের আলাপন
কবিতা মানে প্রেম বিরহের কথন।

কবিতা মানে প্রিয়জনের স্বরণ,
কবিতা মানে ফেলে আসা স্মৃতির জাগরণ।
কবিতা মানে কথার ঝুম বৃষ্টি,
কবিতা মানে কবির অপূর্ব সৃষ্টি।

কবিতা মানে কল্পনায় অতীতের আঁকা ছবি,
কবিতা মানে আশা জাগা ভবিষ্যতের বাণী।
কবিতা মানে মনের জমা আবেগ,
কবিতা মানে কবির প্রতিভা উদ্রেক।

কবিতা মানে কবির কলমে কথা গাঁথা,
কবিতা মানে কবির প্রতিবাদী ভাষা।
কবিতা মানে হৃদয়ে ফোটা ফুলের ঘ্রাণ,
কবিতা মানে হলো মোদের প্রাণ।

মায়া

সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

ছোট ছোট কিছু কথা
পায় যখন ভাষা
সে ভাষাতে করি প্রেম নিবেদন
রাখি মনে আশা।
হোকনা একসাথে আমাদের পথ চলা
ভালোবাসায় হারাতে এমন মায়া।

ফুলের সুবাসে সুবাসিত হয় চারিপাশ
তোমারি প্রেমে মনেরি টানে
জড়াতে চাই বারমাস।
হোকনা একসাথে আমাদের পথ চলা
ভালোবাসায় হারাতে এমন মায়া।

একটু একটু করে
তোমার হাতটি ধরে,
বুঝে নিতে চাই
আমাদের পথ ধীরে ধীরে।
তোমাকে নিয়ে আমার স্বপ্নেরা সাজে
হোকনা একসাথে আমাদের পথ চলা
ভালোবাসায় হারাতে এমন মায়া।

তাকেই খুঁজি

সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

প্রভু তোমার কাছে দু-হাত পেতে
চাই এমন একজন
যে জীবন রাঙ্গাবে তোমার রঙে
ভালোবাসা দেবে প্রতিক্ষণ।

রোজ ভোরে আজানের সুরে
উঠবে সে পাখি
জাগাবে আমাকে যাও তুমি নামাজে
বলবে সোনা ডাকি।
উঠতে হলে দেরি, দিবে কোপালে চুমু আঁকি।
তার হাতে হাত রেখে উঠবো আমি জাগি
যে জীবন রাঙ্গাবে তোমার রঙে
প্রভু দু-হাত পেতে তাকেই খুঁজি।

সুখের দিনে থাকবে পাশে
দুঃখের দিনে সাহস বাড়াবে।
হারতে দিবেনা কোনদিন
বাঁচতে শিখাবে প্রতিদিন।
চলতে দিবেনা ভুল পথে
ভালোবেসে সব শুধরে দিবে।
যে জীবন রাঙ্গাবে তোমার রঙে
প্রভু দু-হাতে পেতে তাকেই খুঁজি।

এমনটা ছিলোনা কথা
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

এমনটা ছিলোনা কথা
হয়ে যাবো আমরা পৃথক
ভাগ্যের কাছে পরাজয়
দুজনার হলো দুটি পথ।

আমার আছে যে পথ
সে পথ জুড়ে তোমার মায়া
বুক পাজরে তোমার ছবি
রং তুলিতে আঁকা।

শব্দে ছন্দে আছে লিখা
সুখ স্মৃতির কবিতা মালা
আমি যে তোমার কবি।

তোমার আছে যে পথ
সে পথে আমাকে রাখিও
ইচ্ছে হলে ঘুরতে যেও
সাগর, ঝর্ণা, নদী।

ইচ্ছে হলে জানতে চেও
এতো জল কোথায় পেলি,
বলবে তোমাকে মুচকি হেসে
আমার চোখের জল ছবি।

সুখের আবাসন
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

চোঁখে চোঁখ তাকালে
যদি হাসে মন,
মনে মন মিলালে
যদি হাসে জীবন।

ভালোবাসায় বলোনা
আর কি প্রয়োজন,
প্রেমের কারুকাজে
গড়বো সুখের আবাসন।

মিষ্টি ডাকে থেমে যায়
যদি অশ্রু ফোটা,
হাত বাড়ালে ভুলে যায়
যদি হৃদয়ের ব্যথা।

বলোনা কতটা ভালো
যদি হয় এমন,
সাজাবো প্রেমের পৃথিবী
ভেতর বাহিরের আবাহন।

একটি হৃদয়ের খোঁজে
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

একটি হৃদয় খুঁজি
যে হৃদয় আমাকে নিয়ে হাঁটবে
দূর হতে দূরান্তে
পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা
উঁচুনিচু পথের সিঁড়ি
সাগরে ঢেউ খেলা খালি পায়ে বালি।

একটি হৃদয় খুঁজি
যে হৃদয় আমাকে নিয়ে থাকতে
ভীত না হয়ে হবে সাহসী।
আমাকে ভালোবেসে যাবে
শুরু থেকে শেষ অবধি।

একটি হৃদয় খুঁজি
যে হৃদয়ে থাকবেনা আমার জন্য
কখনো কোন অভিশাপ
হাজারো ভুলে পেয়ে যাব তার মাফ
তার কাছে হবো আমি সবচেয়ে দামি।

কেন হয় এমন
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

এলোনা কেউ ভালোবেসে আমার জীবন,
মনে হয় কেউ নেই শুন্য আমার ভুবন।
তবু কেন প্রেম জাগে মিছেমিছি
বুঝিনা তার কারন, বলোনা কেন হয় এমন??

রাতের আকাশে তারা কোটিকোটি
জ্বলে আকাশ ঝলমলা।
এলোনা কেউ আলো হয়ে কাছিকাছি
জীবন আমার টলমল।
তবু কেন প্রেম জাগে মিছেমিছি
বুঝিনা তার কারন, বলোনা কেন হয় এমন??

সাগরে ঢেউ খেলে জলরাশি
জলের সাথে ঢেউয়ের মিশুক বন্ধন।
এলোনা কেউ আমার সাথে বাঁধতে জুটি
শান্তি সুখের সাজাতে আবাসন।
তবু কেন প্রেম জাগে মিছেমিছি
বুঝিনা তার কারন, বলোনা কেন হয় এমন??

মৌন গাঁথা
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

কি করে বেঁছে থাকি
পাইনা খুঁজে অর্থ।
ভালোলাগার স্বপ্নগুলি
ভেঙ্গে হচ্ছে ব্যর্থ।।

জীবন কি কিরে চলে
স্বপ্নগুলি ছাড়া,
সময়ে টানে জীবন
বাড়ায় ক্ষনিক মায়া।

কিছু কিছু স্বপ্ন নিয়ে
ইচ্ছে যখন বাঁচার,
হঠাত করে দমকা হওয়া
পথ করে মারার।

কি করে বেঁচে থাকি
পাইনা খুঁজে অর্থ।
ভালোলাগার স্বপ্নগুলি
ভেঙ্গে হচ্ছে ব্যর্থ।

লজ্জাবতী
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

এমন তুমি করছো কেনো?
লজ্জা কি পাচ্ছ তবে?
আমি লজ্জাবতী গাছকে দেখেছি
কেন বলছি জানো?

লজ্জাবতী গাছ কে দেখা যায়
কিন্তু তাকে ছোঁয়া যায়না
যেন সে ভীষণ অভিমানী
সেটা তার মন্দ ভাগ্য।

তুমি কেনো লুকিয়ে থাকো?
চুপটি করে মুখটি ঢেকে
লজ্জা যখন এতোই পাও
তবুও একটু দেখা দাও।

লজ্জাবতী গাছটার মতো করে
কথা দিলাম ধরবো না
অভিমানের পাল্লায় ফেলবোনা
দেখবো শুধুই নয়ন ভরে
এটি যে আমার সৌভাগ্য।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ রাকিব হাওলাদার, ২০০৪ সালের ২০ই জানুয়ারি বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার খারইখালি গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মোঃ তরিকুল ইসলাম, মাতা- নিলুফা বেগম। বর্তমানে তিনি শরহে বেকায়া জামাতে অধ্যায়নরত আছেন, মাদরাসতুর রহমান আল আরাবিয়াতে (উত্তরা, ঢাকা)। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী।

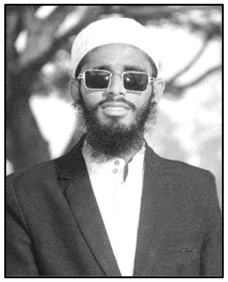

হবে আমার চাঁদ?

মোঃ রাকিব হাওলাদার

আমার আকাশের চাঁদ হবে তুমি?
একান্তই আমার?
যা কেবল আমার জীবনেই লুকিয়ে রবে!
যে চাঁদ কখনো অস্তমিত হবে না!

তোমার ওই স্নিগ্ধ কিরণে;
আমার জীবন আলোকিত করে দিবে।
কখনো কখনো অর্ধবিন্দু হয়ে যেও
তাতে আপত্তি নেই।

এ হৃদয় তোমাতেই আলোকিত রবে!
হবে আমার চাঁদ?
ভালবাসি—
বড্ড বেশি ভালোবাসি।

ডায়েরি

মোঃ রাকিব হাওলাদার

একবার দুইবার আর তিনবার নয়,
বহুবার গিয়েছি তোমার দুয়ারে
একটু প্রেমের আরজি নিয়ে
প্রতিবার তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ
নানাবিধ অজুহাতে।

আমি তো চেয়েছিলাম আকাশের মতো
অনন্তকাল তোমার সাথে থাকতে,
আমি তো চেয়েছিলাম সমুদ্রের
গভীরতা নিয়ে তোমাকে ভালোবাসতে,
আমি তো চেয়েছিলাম তোমাকে
আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রাখতে।

আর তুমি—!
তুমি তো মিথ্যে দোষারপ করে চলে গেলে
অন্যের ঘরে বাসা বাঁধতে,
এখন আর কারো আশায় অপেক্ষা নেই,
নেই কারো পথের দিকে তাকিয়ে অপলক দৃষ্টিতে,
চাই শুধু ডায়েরিটা নিয়ে
অনন্তকাল বেঁচে থাকতে।

পারলে আমায় ভুলে যেও

মোঃ রাকিব হাওলাদার

আমায় তুমি ভুলে যেও
ছোট ছোট স্মৃতিগুলো
হাওয়ার সাথে মিশিয়ে দিও।

সন্ধ্যা বেলায় বাড়ির উঠানে
একই সাথে কানামাছি খেলা,
জোছনা রাতে চৌকিতে বসে
গানের কলি আর ধাঁধার আসর,
আস্তে আস্তে ভুলে যেও।

আমার সাথে বাইসাইকেলে
রাস্তার মাঝে হোঁচট খাওয়া,
খুনসুটি সেই রাগের কথা
পারলে তুমি ভুলে যেও।

ভাইয়ের বকায় ঘর ছাড়া
ছোট্ট মেয়েটির পিছু হাঁটা
বকুলতলে হাতটি ধরে কত্ত কথা,
রাত্রিবেলা সিনরেলা দেওয়ার সেই
দৃশ্যটাও,
আস্তে আস্তে ভুলে যেও।

বিয়ে বাড়িতে মেহেদী দেওয়া,
একই সাথে ছবি তোলা,
আবার অভিমান করে কথা না বলা
সবই তুমি ভুলে যেও।

পাশে বসে হালিম খাইয়ে দেওয়া
এরই জন্য বোনের কাছে বকা শোনা,
আয়না রেখে চোখে চোখে কথা বলা,
ফুল বানানোর অজুহাতে
একই সাথে আড্ডা দেওয়া।
পারলে তুমি ভুলে যেও।

তোমার নিঃশ্বাসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গা,
মিষ্টি মুখের হাসিটা,
মেঘ কালো কেষ দিয়ে মুখটি মোছা।
সবকিছুই ভুলে যেও।

মান অভিমান সব ভুলে
আশীর্বাদটুকু সব কুড়িয়ে
পারলে তুমি সঙ্গে নিও।
পারলে আমায় ভুলে যেও।

কবি পরিচিতিঃ কবি তারেক ভূঞা'র জন্ম নব্বই দশকের শেষদিকে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার বড়ইতলা গ্রামে। পিতার নাম- মোঃ কবির হোসেন ভূঞা, মাতার নাম- মোসাঃ ফেরদৌসি সরকার। একজন লেখক হিসেবে তাঁর হাতেখড়ি স্কুলের মাধ্যমিক শ্রেণি থেকেই। 'বিচ্ছিন্ন ফুলের পাপড়ি' তাঁর একক কাব্যগ্রন্থ, রয়েছে যৌথ একাধিক কাব্যগ্রন্থ। মেঘনার পাড়ে জন্ম নেয়া এই তরুণ কবি আইন বিভাগে অনার্স করছেন। পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়েছে তাঁর লেখা 'নিয়তি' গল্পটি। জীবনের শেষ দর্শন পর্যন্ত তিনি দেশ-জাতি আর মানবতার পক্ষে লিখে যেতে চান।

এক দরদী চাঁদ

তারেক ভূঞা

তোমাকে তারার মালা পড়ায় আমি গলে
ধ্রুব তারারা তোমায় নিয়ে কত গল্প করে!
বলে হেসে-হেসে, আমি নাকি গেছি ভেসে
তোমার প্রেম সাগরের জুয়ার-ঢেউয়ে,
চাঁদ তারারা থাকে শুনেছি অবাক চেয়ে
সারারাত ডাকি, নিমন্ত্রণ করি কোলাহলে
চাঁদ সেদিন এসেছিল আমার কুড়েঁঘরে
বিছানায় পড়ে ছিলাম বেদনার ভীষণ জ্বরে।
চাঁদ নিজেই এসে, খুঁজেছে তোমায়
তাইতো বলি-চাঁদ প্রেমী পাগল কোথায়
এককোটি দিন যারে দেখেছি এক চোখে
আজ কেন পড়েনা চোখ, সেই পাগলের মুখে
-এতটা অসুস্থ যে হলে, তোমার সখিরে কি খবর দিলে?
-না চাঁদ মামা, সে চায়না আর আমায়, অনেক দূরে গেছে চলে।
-কি বলো, যারে নিয়ে চাঁদ দেখিবে বলে, বলেছিলে আমারে?
-হ্যাঁ, মামা সে আর আসবেনা ফিরে
তার পৃথিবী এখন নতুন নাগরকে ঘিরে
-এসেছিলাম! এত বছর ধরে,

প্রতিরাতে দেখে যাচ্ছো আমারে!
কষ্ট পেলাম! তোমার মত পাগলকে যে যায় ছেড়ে
তারে যেন নিয়তি কভু ক্ষমা না করে।
বিদায় বেঈমানদের পৃথিবী, আমার দেশই ভালো
অন্ধকার আছে দিনশেষে আছে আলো।

জাগতিক ভালোবাসা

তারেক ভূঞা

কত সন্দেহের চোখ আমি দিয়েছি ফাঁকি,
তোমাকে দেখেছি লূকিয়ে সোনার পাখি।
উড়ে যাওনি দূরবনে, লুকাওনি পরশমণি
দেখেছি কোটিবার ছিলে যেথায় চোখের মণি।
মুগ্ধ হয়ে কবি কয়-মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়
তোমার চোখজোড়া ছাড়া কিছু-ই নয়,
তীব্র যন্ত্রণার-হঠাৎ তোমার বিচ্ছেদ,
আমার মনে হবেনা কভু, তোমার উচ্ছেদ।
এত আলো আমি পৃথিবীতে খুঁজে পায়
শুধু তোমাকে নক্ষত্র, দেখিবার বেলায়।
ভালোবাসা তো আমিও তোমার পেয়েছি
কতবার হারাতে যেয়ে তোমার হয়েছি,
কত রাগ-অভিমান, কত কাঁদিয়ে কেঁদেছি
কত ছেড়ে যাব বলে, ভীষণভাবে বেধেছি।
কত ঝগড়া, কত কান্না-হাসি, কত প্রেম,
বদমেজাজি আমি তোমায় বুকে নিলেম।
ছেড়ে যাব বলে যতটা এসেছি কাছে,
আজীবন রবে বলে তুমি নেই আমার পাশে।
জাগতিক সূর্য কি শুধু সুখেই হাসে?
পাগলকে একটা সময় কে না ভালোবাসে।

কবি পরিচিতিঃ আব্দুল্লাহ মাসউদ। বাসা রংপুর। পড়াশোনা আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী চট্টগ্রাম মাদরাসাতে। শুরু পৃষ্ঠা আর শেষের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে লেখকের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। লেখক যুবক নাকি বৃদ্ধ, শিক্ষিত নাকি অশিক্ষিত, ধনি নাকি গরীব এগুলো অপ্রাসঙ্গিক।

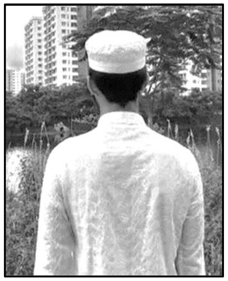

বাবা

আব্দুল্লাহ মাসউদ

ভালোবাসি তোমায় বাবা
অনেক ভালোবাসি।
ভালোবাসি তোমায় বাবা
অনেক ভালোবাসি।

বাবা মানে আমার কাছে
অন্যরকম এক প্রশান্তি
হাজার বৃষ্টির পর
শরৎ কালের আকাশ।
বাবা মানে বইতে থাকা
ভালো লাগার দুর্দান্ত বাতাস।

বাবা মানে হাজারো
আবদারের আস্তানা
বাবা মানে হাজারো
শখ পূরণের কারখানা।

বাবা মানে আমার কাছে সব
বাবা মানে বিশাল কিছু মনে হয়।
বাবা মানে আস্ত
বিশাল এক সমুদ্রের নাম
যেথায় আসুক যত কষ্ট
বইতে পারেনা সেথায় ক্ষণিক
ডুবিয়ে নিয়ে যায়
তার অতল গভীরে

পেয়েছি বাবা তোমার থেকে
হাজারো স্নেহ-মায়া
আরো যে পেয়েছি
কতো কিছু
ভুলবো না কখনো ভুলতে দিবো না
তোমায় আমার অন্তর থেকে।
রাখবো তোমায় মনে
লাখো মানুষের ভিড়ে
রাখবো মনে তোমায়
আমার সকল প্রার্থনায়।

বলতে পারিনি মুখ ফুটে
কতোটা ভালোবাসি তোমায়
ভালোবাসি তোমায় বাবা
অনেক ভালোবাসি।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ মুকিত ইসলাম ২০০৬ সালের ২০ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও জেলার ইসলাম নগর গ্রামের মধ্যবিত্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আব্দুল আলীম এবং মাতার নাম মোছাঃ রেহেনা বেগম। তিনি তার নিজ গ্রামের ইসলাম নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেন এবং কৃতিত্বের সাথে পরবর্তী ক্লাসের জন্য উত্তীর্ণ হন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি টুকটাক কবিতা লেখালেখি করেন এই উদীয়মান তরুণ কবি।

হামদ
মুকিত ইসলাম

বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি প্রভুর নামে,
যার পরিচয় পেলাম মোরা কুরআন কালামে।
কিভাবে আজ করিবো তোমার গুনগান?
নামটি যে হয় তোমার রহিম-রহমান।।

তুমি-তো মহা মহিম সর্বশক্তিমান,
মোদের করেছো তুমি অসংখ্য নিয়ামত দান।
মানব জাতি আজ যে রাখে না তোমার প্রতি দৃষ্টি,
তোমার ইবাদত করার জন্য যাদের করেছো সৃষ্টি।।

এসো ভাই আজ সবাই মিলে দ্বীনের পথে চলি,
কুরআন কালাম মেনে সর্বদা সত্য কথা বলি।
প্রতিদিন যেন মোরা পড়ি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ,
আজানের ধ্বনি শুনে ছেড়ে দিই যেন সব কাজ।।

কত সুন্দর পৃথিবী তুমি মোদের জন্য করেছো সৃজন,
চারিদিকে নিয়ামত দিয়ে যেন ভরে গেছে ভূবণ।
ইসলামের ৫টি স্তম্ভ ইমান, সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত,
পাপ-পূণ্যের জন্য সৃষ্টি করেছো তুমি জাহান্নাম ও জান্নাত।।

অসীম ক্ষমতার অধিকারী তুমি তুলনা তোমার নাই
আমরা তোমার পাপি বান্দা বারে বারে সাহায্য চাই।
তুমি বিনা মোরা আজ অসহায়,
তাইতো মোরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।।

তুমি সবগুণের আধার পরম দয়াময়,
তোমার গুণের অধিকারী তুমি ছাড়া কেউ নয়।
তুমি মোদের আশা, ভরসা তুমিই সব,
তুমিতো মোদের পালনকর্তা, তুমিতো মোদের রব।।

চেনা সেই রেললাইন
মুকিত ইসলাম

আমার চেনা সেই রেললাইনের ধার,
সব বন্ধুরা মিলে সেখানে বেড়াতে যেতাম বারেবার।
প্রতিদিন বিকেলে ছিল সেখানে কত মানুষের আনাগোনা,
রেলের প্রতিটি পাঠ ও পাথরের সাথে আমাদের ছিল চেনাজানা।।

প্রতিদিন বিকেলে বন্ধুরা মিলে দিতাম রেললাইনে আড্ডা,
এভাবে আমাদের সময় কেটে যেত ঘন্টার পর ঘন্টা।
রেললাইনে বসে দেখতাম সূর্যের অস্ত যাওয়া পশ্চিম আকাশে,
মন ভরে যেত চারিদিক থেকে বয়ে আসা হিমেল বাতাসে।।

ট্রেন আসার ঝনঝন শব্দ যখন মোরা শুনি কানে
চেনা সেই রেললাইন আমাদের বারবার কাছে টানে।
সাদা কাশফুল দিয়ে ভরা ছিল রেললাইনের দুই তীর,
একটু পা ফেলার জায়গা নেই প্রতিদিন শুধু ছিল মানুষের ভীড়।।

প্রতিদিন রেললাইনে হতো আমাদের ছোটাছুটি,
বন্ধুরা মিলে বসে করতাম গল্পলাপ ও খুনসুটি।
শৈশব ও কৈশোর আমার কেটেছে রেললাইনের ধারে,
পুরনো অনেক স্মৃতি আজ কেবল মনে যে পড়ে।।

কবি পরিচিতিঃ মুহাম্মাদ আবু মুসা। নেত্রকোনা জেলার জগন্নাথপুর গ্রামের মধ্যবিত্ত এক পরিবারের সন্তান। গ্রামের বাড়ী নেত্রকোনা হলেও, ঢাকায় বসবাসগত হওয়ায় তিনি ২০০৪ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র যাত্রাবাড়ী এলাকায় জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ মোস্তফা হুসাইন এবং মাতার নাম মোছাঃ নার্গিস সুলতানা। তিনি ঢাকার সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া (যাত্রাবাড়ী বড় মাদ্রাসা) হতে পবিত্র মহা গ্রন্থ আল-কুরআন ২০২০ সালে হিফয সম্পূর্ণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি টুকটাক গল্প-কবিতা লেখালেখি করেন এই উদীয়মান তরুণ কবি।

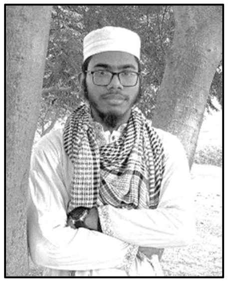

গোলাপের কবর
মুহাম্মাদ আবু মুসা

কখনো যদি শুনতে পাও
দুনিয়া ছেড়ে গেছি তখন,
সব অভিমান ভুলে যেও।

ভুল গুলো সব ক্ষমা করে
খানিকটা পরশ দিও।
চলে যাওয়ার খবরে যদি
অশ্রু আসে দু-চোখ জুড়ে।

দুটি হাত তুলে দোয়া করো
মোর মাগফেরাতের।
সবাই যখন আসবে চলে
তুমি তখন কাছে যেও।

এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে
শেষ বিদায়ে সামিল হয়ো।
কষ্ট করে সঙ্গে তোমার
ছোট একটি গোলাপ নিও।

আমার লাশের বাপাশ জুড়ে
সেই গোলাপের কবর দিও।
অশ্রু মুছে তুমি প্রিয়
সব সময় ভালো থেকো।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ সানি হোসাইন, ১৯৯৯ সালের ৮ই আগষ্ট কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার মানিকদী গ্রামে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ওমর ফারুক এবং মাতার নাম উম্মে কুলছুম। ২০১৬ সালে আলফাজ উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং ২০১৮ সালে শহীদুল্লাহ্ কায়সার কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। বর্তমানে তিনি নরসিংদী সরকারি কলেজে দর্শন বিভাগের ৪র্থ বর্ষে অধ্যায়নরত আছেন।

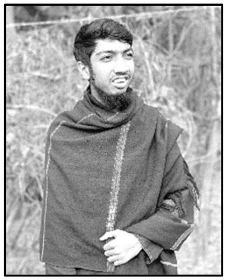

প্রণয়ের প্রেমিকা
সানি হোসাইন

বিশাল ধরিত্রীর বুকে তুমি আমারে ভাবিয়া ফুল,
নাহি দেখিয়াছ চাহিয়া অন্য; সবি ভাবিয়াছ ভুল।
সব কল্পনা ছাড়ি তবঃ চোক্ষে নিয়াছো মোর ছবি,
কি জানি কি ভাবিয়া সম্বন্ধে হঠাৎ বলিয়াছ-কবি!
আমি নির্জনে ভাবি কে ডাকিলো এই আঁধারে মোরে,
কে তুলিয়াছে ঝড় হৃদকুঞ্জে মোর কল্পনার ঘরে।
কত প্রহর ভাবিয়া মরেছি উত্তর আসিনি ভুলে,
খুঁজিয়া দেখি তাহা লুকায়ে তবঃ আঁখিদ্বয়ের গোলে।

আচমকা আসিয়া সম্মুখে মোর নয়নও মাজারে,
চুপিসারে আঁধার যামিনীর গায়ে খোঁজো আমারে?
উঠাইয়া নেত্র দেখিয়া মোরে বাসনা নিলে কাড়িয়া,
প্রেম গঙ্গায় করায়ে স্নান প্রহরে আনিলে ফিরাইয়া।
বক্ষে দিলেম ঠাঁই, তাঁহা হইতে সরাইবে সাহস কার?
নিজের বলিতে চারিধারে দেখি নাহি কিছু আর।
নীল অম্বরে আঁখি তুলি চরন ফেলিয়া অদৃশ্য বটে,
কে জানিতো সর্বস্ব লুটিবে মোর অহর্নিশ দাপুটে।

কবি পরিচিতিঃ তাসকিয়া আহমদ তানিয়া। থানা- লোহাগাড়া, জেলা- চট্টগ্রাম। মাতার নাম: তফুরা বেগম, পিতার নাম: আহমদ হোছন। বর্তমানে পড়াশোনা চলমান এখনো রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখি করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে তাই লেখালেখি করছি।

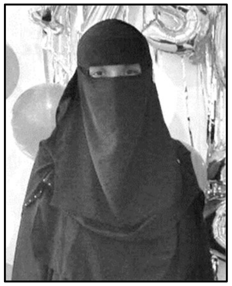

মাতা-পিতার দোয়া
তাসকিয়া আহমদ তানিয়া

মানুষ করল বড় হলাম
মাতা-পিতার কোলে,
কেমন করে থাকব মোরা
মাতা-পিতাকে ভুলে।

চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু
মাতা-পিতার মুখ,
কখন যে পূরণ হবে
মাতা-পিতার সুখ।

আল্লাহর দিকে চেয়ে আছি
করছি তাই অপেক্ষা,
আল্লাহ যেমন দয়াময়
তেমনি আবার পরীক্ষা।

মাতা-পিতার মলিন মুখ
কেঁপে উঠে প্রাণ,
দয়া করে আল্লাহ যদি
রাখেন মোদের মান।

আর্থিক ভাবনা
তাসকিয়া আহমদ তানিয়া

যুক্তি মেনেই কিনি মোরা
যুক্তি দিয়েই বেচি,
অপ্রয়োজনে জিনিস কিনে
অপচয় নাহি করি।

দামি হলেই হয় না ভালো
কম দামিটাও নয়,
জিনিস কিনে ন্যায্য দাম
তাই তো দিতে হয়।

কবি পরিচিতিঃ সুবীর কুমার গুপ্ত, ব্যারাকপুর, কলকাতা – ৭০০১২২ । জন্ম: ১৩ই মে ১৯৬১। পিতা- স্বর্গীয় শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত সরকারী ছিলেন। তাই লেখাপড়া নাগপুরে শুরু হলেও জয়পুর, জবলপুর ও কটকে। কটক থেকে এম.এ পাশ করার পর প্রায় দশ বছর দুরদর্শনে এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে ভারতের নানা স্থানে কাজ করেন। মাঝে ২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত রাষ্ট্র সংঘের অধীন ইউনিডো যে কাজ করেন। কবিতা লেখার শখ ছোটবেলা থেকেই ছিল। তবে ছোটবেলায় লেখা কবিতাগুলো এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। শুধু কিছু হিন্দিতে লেখা কবিতা যেগুলো নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোই সংগ্রহে আছে। ২০২১ সালে অবসর নেওয়ার পরের কবিতা ও গল্পগুলো গুছিয়ে রেখেছেন।

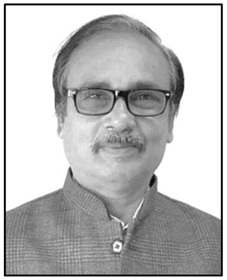

কবিতা মোদের প্রাণ
সুবীর কুমার গুপ্ত

সাদা কাগজে
কাটি আঁকিবুকি।
শব্দের গুঞ্জরনে,
ছন্দ তাল দেখি।
সৃষ্টি সুখে অম্লান।
কবিতা মোদের প্রাণ।

সকাল সাঁঝে,
কানে সুর বাজে।
শয়নে স্বপনে,
অবা জাগরণে,
কাব্যেরই করি ধ্যান।
কবিতা মোদের প্রাণ।

সুখে, দুঃখে,
হাসি কান্নায়।
নিঠুর জগতের
জ্বালা যন্ত্রনায়,
জীবন যখন ম্রিয়মাণ।
কবিতা মোদের প্রাণ।

প্রেমে, প্রীতিতে
বিরহে, স্মৃতিতে,
মনের আবেশে,
ভাবের সমাবেশে
কবিতা বিধাতার দান।
কবিতা মোদের প্রাণ।

ইচ্ছামৃত্যু
সুবীর কুমার গুপ্ত

মারন রোগের যন্ত্রণার কাছে
হার মেনেছিল জীবনী শক্তি।
চিকিৎসায় সাড়া দেয়নি শরীর।
তাইতো তুমি চেয়েছো মুক্তি।

মনটাও তো ভেঙ্গে পড়েছে,
ভেবেছো এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো।
আমার কাছেই চেয়েছো বিষ,
নিবিয়ে দিতে জীবনের আলো।

একবার ভেবে দেখলে না
তোমায় ছাড়া বাঁচবো কেমনে।
দুই শরীরে এক আত্মা
হয়েছি সাত পাকের বাঁধনে।

তোমাকে দিয়েছি অর্ধেক বিষ,
অর্ধেক রেখেছি কাছে।
জানি তুমি পুরোটাই খাবে,
আমি খেয়ে নিই পাছে।

একটু একটু করে তুমি
তলিয়ে যাচ্ছ মৃত্যুর অতলে
আমিও গরল করেছি পান,
তোমার সাথেই থাকব বলে।

বিলম্বিত বিচার
সুবীর কুমার গুপ্ত

আদালতে আজ উঠেছে মামলা
ভিড় হয়েছে খাসা।
অশীতিপর বৃদ্ধ এক
প্রথম সারিতে বসা।

বিচারক এসে শুধান পেয়াদাকে
কোথা গেল সেই আসামী?
বিচার শেষে আজকেই
তাকে সাজা দেব আমি।

"আসামী হাজির হো"
বিকট স্বরে পেয়াদা চেঁচায়।
বৃদ্ধ উঠে কম্পিতপদে
কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়।
ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন বিচারক
তুমি তো নও যুবক?

এই বয়সেও এত শখ?
মহিলার সাথে দুর্ব্যবহার?
বৃদ্ধ হলেও ছাড়বো না আমি
শাস্তি দেব বড়।

বৃদ্ধ বলেন করে হাত জোড়
মামলার হলো ষাট বছর।
দিনের পর দিন মাসের পর মাস
ডেট হয়েছে এত বছর।

ভুল আমি করি যখন
আমি বাইশ আর সে কুড়ি।
ওই দেখুন নাতি নাতনি নিয়ে
বসে আছে সেই বুড়ি।

বলেছিলাম ভালোবাসি তাকে,
অপমান আমি করিনি।
আমার ছেলে মেয়ের মা,
সেই আমার ঘরণী।

কবি হব
সুবীর কুমার গুপ্ত

ভেবেছি আমি কবি হব
লিখব কবিতা গান।
সবাই পড়ে পাবে আনন্দ,
বাড়বে আমার মান।
বসেছি নিয়ে খাতা কলম,
এবার কবিতা লিখি।
লিখতে গিয়েই হোঁচট খেলাম
লিখবো আমি কি?

মাধুরী মেশানো প্রেমের গান,
নয়তো একটি ভজন।
লিখতে চাই কত কিছুই,
জানিনা সে সব পড়বে কজন।
মনে কোন ভাব আসেনা,
মিল খুঁজে বেড়াই ছন্দে।
শব্দগুলোও হারিয়ে গেছে,
বানান নিয়ে পড়েছি ধন্দে।

আবোল তাবোল আঁচড় কাটি
কোনো সংযম নেই ভাষায়।
ছন্দ তাল সব গুলিয়ে গেছে,
কবি হওয়ার আশায়।
একটু লিখেই তা ছিঁড়ে ফেলি
পাইনা মনে শান্তি।
কবি হওয়া দুরূহ অতি।
এবারে দিয়েছি ক্ষান্তি।

জীবনের যাত্রাপথে
সুবীর কুমার গুপ্ত

ট্রেনে যেতে যেতে ভাবছি আমি,
জীবনটা আমার ট্রেনের মত।
অনেকটা পথ এসেছি পেরিয়ে,
জানিনা আর বাকি কত।

কত স্টেশন আসছে পথে,
যাত্রী কিছু নেমে যায়।
আবার নতুন লোকে ওঠে,
কামরা গুটি গুটি ভরে যায়।

অল্প সময়ের যাত্রাপথে,
অনেক নতুন বন্ধু হয়।
একটু কথা, হাসি ঠাট্টা,
পথের মাঝেই থেকে যায়।

জীবনে আমার বন্ধু কত,
এসেছে সময়ে অসময়।
কাজ ফুরোলেই ছেড়েছে সঙ্গ,
ক্ষত বিক্ষত করেছে হৃদয়।

ট্রেনের মতই চলেছি ছুটে,
জানিনা কোথায় থামবো।
একটিই বন্ধু আছে এখন,
তাকে নিয়েই আমি বাঁচবো।

আমরা দুজনে
সুবীর কুমার গুপ্ত

দেখো আমি হাসছি।
তুমি বলেছিলে আমাকে
কখনো ছেড়ে যাবেনা।
কিন্তু আমাকে না বলে চলে গেলে।
আমি কষ্ট পাব তাই ভেবেছিলে।
দেখো আমি হাসছি,
আমি একটুও কষ্ট পাইনি।
আমি জানি তুমি আবার ফিরে আসবে।
আবার গুনগুনিয়ে গান গাইবে।
আমাকে ছাড়া তুমি থাকতেই পারোনা।
তাই আমি হাসছি।
ওই দেখো ওরা কাঁদছে।
আমাদের সন্তানরা, বন্ধুরা,
পাড়া পড়শী সবাই কাঁদছে।
তোমার ছবিতে মালা দিচ্ছে,
ধুপ জ্বালিয়েছে।
কিন্তু ওটা কে?
সাদা চাদর ঢেকে মাটিতে শুয়ে আছে।
আমার মত দেখতে।
ওই তো তুমি এসে গেছো।
মুখে সেই অনাবিল হাসি।
আমার হাতটা ধরে বলছো
চলো আমরা বেড়িয়ে আসি।
কিন্তু ওরা যে কাঁদছে।
তোমায় দেখতে পায়নি?
না, ওরা আর আমাদের দেখতে পাবেনা।
সবাই ভালো থাকুক, সুখে থাকুক।
উঠলো কান্নার রোল, বল হরি, হরি বোল।
ওরা আমার শরীরটা কাঁধে তুলে নিল।

একটি গোলাপ ও আমি
সুবীর কুমার গুপ্ত

একটি সুন্দর লাল গোলাপ
ফুটেছিল কাল আমার বাগানে।
অনন্য তার সৌন্দর্য আর সুগন্ধ।
বাগান মেতেছিল ভ্রমরের গুঞ্জনে।

কিন্তু আজ তার পাপড়িগুলো
ঝরে পড়েছে এক এক করে।
কালকের সেই ভ্রমরের দল,
চলে গেছে অন্য গোলাপের তরে।

জানালার ধারে একা বসে ভাবি
জীবনটা আমাদের গোলাপের মত।
যতদিন তুমি দিতে পারো কিছু,
চারিপাশে থাকবে ভ্রমর কত।

কিন্তু যেদিন জানবে সবাই,
তোমার দেয়ার আর কিছু নাই।
এক লহমায় সরে যাবে দুরে,
বৃদ্ধাশ্রমে হবে তোমার ঠাঁই।

কাঁচের টুকরো
সুবীর কুমার গুপ্ত

দমকা হাওয়ায় ছবিটা তোমার,
দেয়াল থেকে পড়ল ছিঁড়ে।
যেমন আমায় ছেড়ে গেছো,
সব সম্পর্ক ছিন্ন করে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে,
কাঁচের টুকরোগুলো মেঝেতে।
একেকটি টুকরোয় তোমায়
আমি দেখছি নানা রূপেতে।

তোমার সেই তির্যক চাহনি,
খেলে যেত বিদ্যুতের ঝলক।
বুঝিয়ে দিতে কত না বলা কথা,
চেয়ে থাকি তোমায় অপলক।

ছোট ছোট টুকরোয় দেখি
তুমি অনন্যা, তুমি মোহিনী।
আমার ছাপোষা পরিবারে
তুমি যেন একটু অভিমানী।

ভাঙা কাঁচের টুকরো কটা,
জোড়া লাগাই মাটিতে বসে।
আনমনে তোমার কথা ভাবতেই,
এ কি রূপ দেখলাম শেষে।

তোমার দু-চোখে অশ্রুধারা,
ভালো নেই তুমি অস্তাচলে।
তাই তো গরল করেছি পান,
তোমার সাথেই থাকব বলে।

অন্তঃমনের কথা
সুবীর কুমার গুপ্ত

আমার চেতনা,
করে আনমনা।
মনের কোনে থাকা ব্যথা
অন্তরেই থেকে যায়,
আমায় কুরে খায়,
হারিয়ে ফেলি আমার সত্ত্বা।

আমার স্মৃতিগুলি,
হৃদয়ে করে কেলি,
সুখ-দুঃখের কাব্যকথা।
বেদনায় অশ্রুধারা,
আনন্দে আত্মহারা।
যেন ছন্দহীন একটি কবিতা।

আমার ভালোবাসা,
একরাশ নিরাশা।
দিয়ে গেল শুধুই নিঃসঙ্গতা।
করেছে ছলনা,
পাশে সে এলোনা।
ব্যাকুল মনে লিখি সে কথা।

একটি কাগজে,
শব্দের কারুকাজে,
প্রকাশ করি যত আকুলতা।
বিরহের ঝড়ে,
কলমের আঁচড়ে,
সৃষ্টি হয় মরমী কবিতা।

ভালো থেকো
সুবীর কুমার গুপ্ত

শুভ দিনে আজ জানাই শুভেচ্ছা,
তুমি থেকো ভালো।
জীবনটা আমার তমসাচ্ছন্ন,
চারিদিকে নিকষ কালো।

ক'দিনের তরে এসেছিলে কাছে,
দিয়ে গেলে যত যন্ত্রণা।
সুখ স্মৃতি কিছু হৃদয়ে রেখেছি,
সেটাই আমার সান্ত্বনা।

যা চেয়েছো তাই দিয়েছি,
আকাশের চাঁদটুকু ছাড়া।
হয়তো চাওয়ার আর নেই কিছু,
তাই আর ডাকে দিচ্ছনা সাড়া।

হয়তো তোমায় বুঝতে পারিনি,
বুঝিনি তোমার ছল ছুতো।
বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত,
কেটে দিলে সব সম্পর্কের সুতো।

জ্ঞানত আমি করিনি ভুল,
ভালোবেসেছি হৃদয় দিয়ে।
আর হতাশায় ভুগবনা আমি,
বাঁচব এবার নিজেকে নিয়ে।

তাইতো আজ এদিনে তোমায়
বলছি থেকো ভালো।
আমার আমিকে নিয়েছি চিনে,
হৃদয়ে জ্বেলেছি আলো।

কবি পরিচিতিঃ মোহাম্মদ ইয়াছিন।
পিতাঃ আব্দুল মোনাফ।
গ্রামঃ সাবরাং।
থানাঃ টেকনাফ, জেলাঃ কক্সবাজার।
শিক্ষার্থী- আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

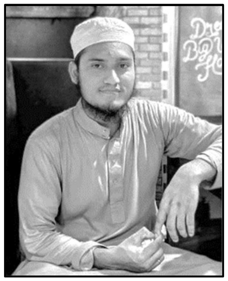

প্রত্যাশা
মোহাম্মদ ইয়াছিন

অপেক্ষার দিন যাইতে যাইতে
গেল কত রাত-দিন,
তোমার খুঁজে একলা নিরব
উঠে ছন্দ, সুর, বীণ।

তুমি আসবে বলে বিশাল
এই হৃদয় ফাঁকা,
চাঁদের মতো তোমার মুখে
সেই জোছনা মাখা।

আমি পুরোপুরি নিরবে চলে যাই,
তুমি কি আসবে আমার কাছে।
চাঁদের মধুমাখা জোছনা হয়ে,
যদি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়।

শত বছর থাকতে পারি আমি,
তুমি কি আসবে আমার কাছে।
দূর আকাশের উদ্ভাসিত তারা হয়ে,
যদি নিখুঁত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করব।
তুমি কি সেই জমানো স্বপ্নের,
একটি অংশ হওয়ার চেষ্টা করবে।

যদি অপেক্ষার দিন শেষ হয়,
রাতের আকাশের চাঁদকে বলবো।
কবে আসবে আমার কাছে,
কবে জ্বলবে চাঁদের জোছনা হয়ে।

কবি পরিচিতিঃ মরিয়ম মৌরি ফেনী জেলার অন্তগত দাগনভূঞা উপজেলার হাসানগনিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- খুরশিদ আলম পেশায় একজন ব্যবসায় ও মাতা- বিবি আয়েশা পেশায় গৃহিণী। দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট। লেখালেখির হাতেখড়ি একমাত্র ভাইয়ের অনুপ্রেরণায়। পড়ালেখা সিলোনিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা থেকে দাখিল ও আলিম সম্পন্ন করেন। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল (স্নাতক ডিগ্রী) সম্পন্ন করেন এবং ইতিহাস বিভাগের উপর অর্নাসে অধ্যয়নরত আছেন। বর্তমানে তিনি একটি বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। বই মুখী একটা জাতি তৈরী হোক এমনটা তার প্রত্যাশা।

সত্যের পথে
মরিয়ম মৌরি

সত্যের পথে রয়েছে নূর-
যা নেই অন্য কোনো পথে।

সত্যের আলোয়ে করো-
আলোকিত নিজকে এবং নিজের চারিপাশ।
সত্য রয়েছে শান্তি - রয়েছে তৃপ্তি।
যা দিবে তোমায় পরকালে মুক্তি।
সত্যকে করো আলিঙ্গন।
নিশ্চয়ই;
সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত।

আমার না থাকায়
মরিয়ম মৌরি

জীবনের এই জমকালো আয়োজন থেমে যাবে।
আপনজনরা হারিয়ে যাবে অজান্তে,
সবকিছু থাকবে নির্দিষ্ট স্থানে
শুধু থাকবোনা আমি।

আমার না থাকায় কোনো কিছু স্থির থাকবে না।
প্রত্যেকে তার নিজস্ব চক্র ও কর্মে চলতে থাকবে।
অথচ! এই মিছে দুনিয়া নিয়ে
আমি ছিলাম উন্মাদ।

আমার না থাকায় কারো কোনো
বিন্দু পরিমাণ ভ্রুক্ষেপ হবে না।
রঙিন দুনিয়া যাদের নিয়ে হারাতে চেয়েছিলাম।

তারাও সময়ের পরিক্রমা আমাকে ভুলে যাবে।
নিঃশ্বাস ফুরিয়ে গেলে কেউই আপন থাকে না।

রবের পথে যাত্রা
মরিয়ম মৌরি

রবের পথে যাত্রা—
প্রয়োজন পড়ে নাতো জমকালো কোনো আয়োজনের।
প্রয়োজন আছে শুধু কেবল আন্তরিক তওবা।

নিজের করা পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
নিজের প্রতি নিজের করা
জুলুমের জন্য রবের কাছে লজ্জিত হওয়া।

রবের পথে যাত্রা—
প্রয়োজন নেইতো বাহ্যিক কোনো সাজসজ্জার।
দরকার কেবল দৃঢ় মনোবল - অন্তরের পরিশুদ্ধতা।

হৃদয়ের গহীন থেকে,
উচ্চারিত হোক কেবল একটি বুলি।
আমি রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
যিনি ছাড়া ইবাদতের আর কোনো যোগ্য উপাস্য নেই।
যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

মৃত্যু
মরিয়ম মৌরি

মৃত্যু;
সেতো অবিধারিত—
সে আসবে আজ না হয় কাল।
তার থেকে পাবে নাকো কেউ ছাড়।

সেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়
বরণ করে নিতে হয় তাকে।

জগতের সকল কিছুই মিথ্যে
মৃত্যুই কেবল ধ্রুব সত্য।
যার কাছ থেকে নিস্তার নেই।
মিছে-মরিচিকার পৃথিবীতে।
মৃত্যু ব্যতীত পালানোর কোনো উপায় নেই!

যে নেয়েছে জন্ম
তারই আছে মৃত্যু—
কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মাউত
অর্থাৎ: প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

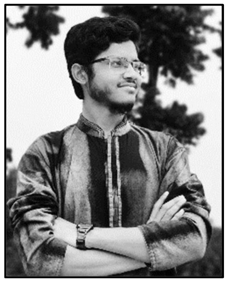

কবি পরিচিতিঃ উসমান বিন আফফান ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে সৌদির দাহরান শহরের K.U.P.M এ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আফানুর রহমান খান মাতা- হাসিনা জাহান মান্না। তিনি বর্তমানে ঢাকার একটি ইসলামিক ইনস্টিটিউটের শেষ বর্ষে পড়াশোনা করছেন।

তোমাতে আবদ্ধ
উসমান বিন আফফান

তোমার কি বিশ্বাস হয় আমিও তোমাকে নিয়ে প্রচুর লেখি,
আমার ধারাবাহিক রোজনামচায় তুমিই প্রতিদিন থাকো।
যদিও আগের মত তোমাকে ডাকি না,
তোমায় প্রতিদিন বিরক্ত করি না।
তোমার জিনিসগুলো ছুয়ে দেখি না,
তবে তোমায় কিন্তু বড্ড স্বরণ রাখি।
হয়তো কখনো তোমাকে এই জনমে বলাও হবে না,
তোমায় কতটা ভালোবাসি,
তুমি বুঝতেও পারবে না।
আমার জানা নেই তুমি আমাকে কতটা—
ভালোবাসো বা কতটা মন থেকে চাও,
কিন্তু আমি তোমায় কখনো জিজ্ঞেস করবো না।
এ'কদিনে একবার হলেও তুমি আমায় খুঁজবে আমায় নিয়ে ভাববে।
আমার সবকিছু হয়েও শেষ যাওয়াটা হলো না।
শেষ অব্দিতে গিয়ে যখন শুনতে পাই—
তুমিও নাকি আমার জন্য কেঁদেছো,
আমার জন্য অশ্রু সিক্ত করেছো, সত্যিই বলছি!
আর ইচ্ছে নেই তোমাকে আমার থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার।
আমার চলে যাওয়া তোমায় কাঁদিয়েছে,
আর তোমার সফলতা আমাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

কবি পরিচিতিঃ এস ইসলাম সুজন তিনি নাটোর জেলা, সিংড়া উপজেলার নলবাতা গ্রামে মোল্লা বাড়িতে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে এক মুসলিম পরিবারে ১৯৯৭ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর এই নবীন লেখকের জন্ম হয়েছিল। পিতা- মৃত জমসেদ আলী মোল্লা এবং মাতা: মোছাঃ আনজুয়ারা বেগম। তিনি দিঘাপতিয়া এম.কে অনার্স কলেজ নাটোরে পড়াশুনা করছেন বি.এ অনার্সে। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে সাহিত্যের প্রতি প্রথম কলম ধরেন। ইসলামিক, প্রকৃতি, প্রেম, ভালোবাসা, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। এই পর্যন্ত তাঁর লেখা কবিতার সংখ্যা ৫০ টিরও অধিক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি হচ্ছে লড়াইটা। তিনি বর্তমানে ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবারের মডারেটর ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত যৌথ কাব্য গ্রন্থের বই হচ্ছে "সাহিত্যের দিশারী অদম্য ইচ্ছাশক্তি" ছিল। আর দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থের বই হচ্ছে "কবিতার মেলা আমরাই সেরা"।

আমি নিখোঁজ হবো
এস ইসলাম সুজন

আমি যে দিন নিখোঁজ হবো সব ছেঁড়ে,
সেদিন কেউ খুজতে বেড় হবে না আমাকে।
আমার হারিয়ে যাওয়ার কোনো খবর বের হবে না;
লাগবে না দেয়ালে কোনো খুজে পাবার পোস্টার।

একদিন আমি হারিয়ে যাবো তিন টুকরো কাফনে!
আর প্রিয়জনরা বলবে দেরি কেনো তাঁর দাফনে।
সেই দিন দূর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবো আমি;
যে নিঃশ্বাসে ঝরে যাবে একরাশ ক্লান্তি ও মিথ্যা সম্পর্ক।

আমি হেরে গিয়ে ও যতটা না শিখেছি,
ততোটা হয়তো কেউ জিতে ও শিখতে পারে নাই।
হাসরের ময়দানে থাকবো আমি;
অন্ধকার কবরে একলা একা শুইয়া।

কবি পরিচিতিঃ কবি আফরিন আক্তার নিশাত, ২০০৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আবুল খায়ের, মাতা- নাছিমা বেগম। তিনি বর্তমানে চিনাইর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিগ্রি কলেজে, ডিগ্রি ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত। গত ২০২৪ সালে ২১শে বই মেলায় রুদ্র মু. শামীম এর সম্পাদনায় "কাব্য ফেরি" যৌথ কবিতা গ্রন্থে তার লেখা "এই নয়ন তোমারে দেখিতে চায়" ও "জান্নাত জাহান্নাম" কবিতা ২টি প্রকাশিত হয় এবং নব সাহিত্য প্রকাশনীর "কাব্য মালঞ্চ" যৌথ কবিতা গ্রন্থে তার লেখা "তুমি আসনি বলে" কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

তোমার বিরহে

আফরিন আক্তার নিশাত

ভালোবাসনি তুমি তবে,
কেন করেছিলে এমন মিছে অভিনয়?
তোমারে হারানোর বিরহে প্রতি রাতে,
চোখের কোণে জল করে থৈ থৈ।
কিভাবে ভুলিব আমি,
তোমার সেই হরিণ টানা চোখ?
কিভাবে থাকিব আমি,
না শুনে তোমার সেই কণ্ঠস্বর?
শুধু একবার!
শুধু একবার!
ঐ পড়ন্ত বিকেলে, তুমি বলে যেতে
তোমারে ভুলিব কি করে?
আর যে আমি পারছি না!
তোমারে না দেখে থাকিব কি করে?

কবি পরিচিতিঃ তৌকির আহম্মদ তুষার ২০05 সালের ২০ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার ছিলিমপুর গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম- মোঃ হাশিম উদ্দিন ভূইয়া। মাতার নাম- শারমিন সুলতানা রেহেনা। বর্তমানে ভরাপাড়া কামিল স্নাতকোত্তর মাদ্রাসায় আলিম ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত। তিনি ছোট বেলা থেকেই ছিলেন বক্তৃতা, আবৃত্তি ও সাহিত্য অনুরাগী। তার লেখা কবিতা যৌথভাবে "কাব্য-সুধা, কবিতা মোদের প্রাণ" প্রকাশিত হয়।

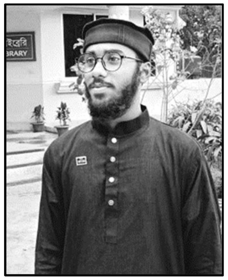

ফাগুনে আগুন লেগেছে

তৌকির আহম্মদ তুষার

ফাগুনে আগুন লেগেছে কৃষ্ণচূড়ার ফুলে,
লেখক কবিগণ মেতেছে আজ বসন্তের ঘ্রাণে।
বসন্তের আগমনে পাখির কলধ্বনি হিজল বনে।
ভোরের মৃদু বাতাসে ছড়ায়ে আকাশে উড়ে কল্লোলে।
হৃদয়ে গহীনে প্রেমের ছোঁয়া সোনালি ভোরে,
কুমারীকে দেখিনি পবিত্র চোখের দৃষ্টিতে।
ফাগুনের দখিনা বাতাসে কবির উদাস মনে,
প্রেমের আগুন লেগেছে প্রকৃতির সৌন্দর্যে।
ফাগুনে আগুন লেগেছে প্রেমিকা সেজেছে
রুপ লাবণ্য মেলেছে কৃষ্ণচূড়ার লালে।
সবুজে শ্যামলে ঘেরা মনোহর পরিবেশে,
বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে ফুলে ও গানে।
ফাগুনে আগুন লেগেছে বাংলার মাটিতে।
ফাগুনের সৌন্দর্যে বিমোহিত আজি কবি
তাইতো মনে প্রেম জেগেছে প্রকৃতির লাগি।
কৃষ্ণচূড়ার লাল শাড়ীতে বধূর সাজ সেজেছো তুমি।
বহুরুপী তুমি তোমায় অসম্ভব ভালোবাসি প্রকৃতি।

চাঁদকে দেখি-তুমি

তৌকির আহম্মদ তুষার

তোমায় নিয়ে জোৎস্না রাতে চাঁদ দেখব বলে
আমি অপেক্ষায় ছিলাম সন্ধ্যার গুমট কৃষ্ণাভ আলোয়।
জোৎস্না রাত শেষে ভোরের অনুজ্জ্বল আলো,
তবুও তুমি এলে না, জোৎস্নার চাঁদ দেখাও হলো না।

মৌন রাত ফুরিয়ে ভোরের আবছা আলোতে,
পাখির কলধ্বনির সুর নিয়েছি মেখে ক্লান্ত দেহে।
হাজার বছর অপেক্ষা করলেও তোমায় নিয়ে,
রাতের মৃদু বাতাসে জোৎস্নার চাঁদ দেখা হবে না।

তাই আজকাল তোমাকে চাঁদ বানিয়ে আমি,
মনের আবেশে জোৎস্নার চাঁদকে দেখি-তুমি।
দেখতে দেখতে যখন ঘনিয়ে আসে ভোর-
তখন পাখিদের আকাশ জুড়ে বিচরণ দেখে,
আমারও ইচ্ছে হয় পাখি হয়ে চাঁদের কাছে যেতে।

পাখির কাছে আহ্লাদে আবদারে কত নিবেদন,
একবার চাঁদের কাছে যেতে; সাজাতে নিজের হাতে।
পাখিরা আমাকে নিয়ে গেল না।
অসহায়ত্ব দুর্দিনে পুড়ছি দগ্ধ হয়ে চিতার অনলে।
জোৎস্নার মাধুরীতে তোমাকে চাঁদ বানিয়ে আমি
বিনিদ্র রজনীতে দেখতে চাই; চাঁদ হয়ে তুমি!

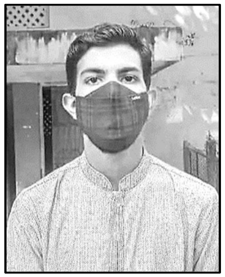

কবি পরিচিতিঃ সিফাত হোসাইন। জন্ম- চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বৈলছড়ি ইউনিয়নে। বেড়ে উঠা গ্রামের আলো বাতাসেই। পড়াশোনা করছেন উচ্চ মাধ্যমিকে। স্বপ্ন দেখেন দেশের এবং দশের জন্য। প্রতিষ্ঠা করেছেন সহায়তা মূলক সংগঠন "ALO- A Public support organization"। আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি।

পূর্ণা

সিফাত হোসাইন

বলা হলো পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরতম ফুলটি আঁকতে,
আমি তোমাকে আঁকলাম।

জানা ছিলো চাঁদ পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরে
কিন্তু যেদিন তোমাকে দেখলাম থিওরি পাল্টে গেলো,
চাঁদ পৃথিবীতে বিচরণ করে।

আয়নায় তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেকে দেখি,
একা একজন মানুষ। তোমাকে দেখার পর থেকে-
আয়নায় তাকালে দু-জন দেখি।
আমি একজন, হৃদয়ে একজন।

আগে খুব প্রেমের গল্প পড়তাম।
সুখের, শখের গল্প পাড়াতাম।
তোমাকে দেখার পর থেকে এখন তোমাকেই পড়ি,
তুমিই প্রেম, তুমিই সুখ, তুমিই শখ।

তুমি এসো পূর্ণা, পূর্ণ করো আমায়। আমার সকল কিছু—
তোমার আগমনেই নাযিল হবে আমার শান্তি।

কবি পরিচিতিঃ নয়ন কর্মকার তিনি ১৯৯৫ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলা সাতকানিয়া উপজেলার আমিলাইষ গ্রামে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-চন্দন কর্মকার, মাতা- ঝিনু কর্মকার। তিনি বান্দরবান সরকারি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ছোটবেলা থেকে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা "মুখোশধারী মানুষ"। তিনি প্রকৃতি, সংস্কৃতি, প্রেম, ভালোবাসা, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেন।

টাইগার বাহিনী

নয়ন কর্মকার

অধিনায়ক সাকিব আল হাসান
বিশ্ব অলরাউন্ডার,
ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং
অত্যন্ত প্রশংসার।
মারকুটে ব্যাটসম্যান নাম তাঁর লিটন,
জয় করছে সবার মন।

আরেক বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান শান্ত,
চার ছক্কায় ব্যাস্ত হয় না ক্লান্ত।
মুস্তাফিজ, তাসকিন, মিরাজের
অনবদ্য বোলিং উইকেট ভেঙ্গে হলো খান খান,
মালান, ফিলিপ, বাটলার, মঈন, স্যাম কারেন প্যাভিলনে ফিরে যান।

শেষ মেষ খেলা শেষ গ্যালারিতে জয়ের উল্লাস,
ইংলিশ বধ টাইগার বাহিনী'র এই এক নতুন বাংলাওয়াশ।

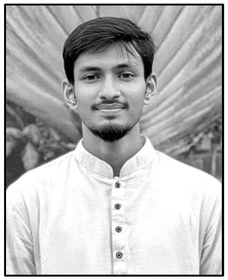

কবি পরিচিতিঃ মো. জাহিদ হাসান (জায়েদ), ৪ই মার্চ ২০০৩ সালে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন বাইড়া গ্রামের দারোগা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- মোঃ ফটিক মিয়া, মাতা- নিলুফা আক্তার। তিনি বাইড়া মো. আরিফ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও চাপিতলা ফরিদ উদ্দিন সরকার ডিগ্রি কলেজে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করেন, বর্তমানে তিনি কুমিল্লায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে বিষয়ে অনার্সে তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত আছেন।

যেতে চাই সেথা

মোঃ জাহিদ হাসান (জায়েদ)

যেতে চাই সেথা, যেথায় রয়েছে বনলতা।
বট হিজল জারুল উঁচুতে মেলেছে পাতা-
গাছের ছায়ার বিদীর্ণ হয়ে আছে যেথা।
যেথায় নদীরা ছুটছে আঁকাবাকা,
তার পাড়ে পথ ছুটছে আঁকাবাকা
পথে দু-ধারে বনফুল ফুটে
চৈত্র বৈশাখে নদীতে হাটু জল থাকে।

যেথায় ভোরের আলো ফোটে আজানের ধ্বনিতে,
পাখি গান গায়, মোরগ ডাকে বাকে
পাখিরা কিচিরমিচি করে ছোটে বনে বনে;
শিশুরা ধর্ম পাঠশালায় যায় দলে দলে
মুরগের বাকে গৃহস্থ জাগে।

আমাকে যেতে দে সেথায়
যেথায় অশ্বত্থের ছায়ায় কৃষক তার ঘাম শুকায়,
হিজল তলায় রাখাল বাঁশির শুর মেলায়
সখা আমায় ডাকিসনা সেথায়
বাংলার মুখ, রূপ, রস যেখানে ফুটে না;
যেথায় আমি পাবোনা এই প্রকৃতির দেখা।

গ্রীষ্মের স্মৃতি গাঁথা

মোঃ জাহিদ হাসান (জায়েদ)

এই অশ্বত্থের ছায়ায় কাটিয়েছি কতদিন
হিজলের ডালে বসে কত দিয়েছি আড্ডা
ফুলের ঘ্রাণে হয়েছি মাতোয়ারা;
পাখিদের খাইয়েছি কত অশ্বত্থের গোটা।
বুড়ি নদীতে কেটেছে কত সময়, কত প্রেম
উড়িয়েছি ঘুরি, ছড়িয়েছি উঠনে ধান।
ছুটেছি বিলে, ধান ক্ষেতের আল ধরে
চড়িয়েছি গরু, ছাগলের পাল
বৃষ্টিতে ভিজে ধরছি কত মাছ
পুঁটি, টেংরা, কৈ, শিং আরও কত তান।
কাল বৈশাখে উড়িয়েছি ঘুড়ি; ছুটেছি ফল বনে
কুড়িয়ে নিতাম কত পাকা আম, জাম।

সে স্মৃতি করে মোরে আমর্শ
আজ হয়েছি বড় নিয়েছি ভাড়
তারা যে ডাকছে আমায়, ফিরে আসবি কি আবার?
ছুটে আয় সেই পুরনো দিনে, ছুটে চল
এই শ্যামল প্রকৃতির নিবিড় কলতানে।
আবার চলে আয় আয়রে তুই সেথায়
যেথায় আছে তোর শৈশবের কথা স্মৃতিতে গাঁথা
বুড়ি নদীর পাড় অশ্বত্থ হিজল জারুল কাঁঠালের ছায়াতল।

আজ জীবন শিকড় গড়িয়েছে তলদেশে;
যেখায় ছুটিলে যায় না ফেরা শৈশবে ।

গাছের মূল্য

মোঃ জাহিদ হাসান (জায়েদ)

প্রকৃতিকে ভালোবেসে গেলাম ছোটে তায়,
সে আমাকে ডাকছে, ওরে এদিকেতে আয়।
আমায় তুই সাজিয়ে-দে, রক্ষা কর আমায়
দিন দিন আমার তাপমাত্রা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে বায়
একটুখানি যত্ন দে, সোহাগ দে আমায়।
লোক সকল বলে যায়
আমাদের খোকন বুঝি পাগল হলো হায় হায়
সারাদিন ঐ গাছের সাথে বসে দিন কাটায়।

লোকের কথায় গেলাম আমি নীড়ে
দেখছি সেথায় মানুষ সবায় বৃক্ষ কাটে অবিচারে
গাছ কাটি তাঁর ঘর তুলিলো দেখতে ভিষণ রেশ
ঘর তুলিছো তুমি একখান দেখতে লাগে বেশ।
বাহ্ বাহ্ পেয়ে খুশি আবুল আনন্দে টেস টেস
গ্রীষ্ম যখন আসলো তখন বুঝলো ঠেলা বেশ।
এদিক সেদিক ছোটে চলে ছায়ার দেখা নাই,
বাড়ি যে তার ছন্ন ছায়া একটি গাছ ও নাই।

বাড়ির পাশের ছোট নদী, অযত্নে তারে দিলাম ছাড়ি
কাচরা, ময়লার ভাগাড় করে আজ যে তারে দিলাম মেরে।
বাতাস হচ্ছে গরম হাওয়া; আমরা পেলাম মরুর মাওয়া
প্রকৃতিকে ভালোবেসে যদি পাগল হই,
পাগল আমি থাকতে চাই, যদি বেচে রই।

মোদের গা

মোঃ জাহিদ হাসান (জায়েদ)

মোদের গায়ে আইসো বন্ধু
পাড় হয়ে বুড়ি নদী,
এপাড় ও পাড় দু-পাড়েতে
নাও বাধা সারি সারি।
বর্ষাকালের নতুন জল
ঘাটে বাধা তরী;
তরী বেয়ে গাং হাওরে
করব ছুটাছুটি।

মোদের গায়ে আইসো বন্ধু
করব সমাদর;
খাঁটি দুধের দই খাওয়াবো
বিন্নি ধানের খৈ,
ভাপা পিটার সাথে দিবো
আখের লাল মিঠাই।
মোরগ ডাকের শব্দ শুনে
জাগবে সকাল বেলা,
তোমার সাথে খেলা করে
কাটবে সারা বেলা।

জ্যোৎস্না রাতে কাঠাল বনে
বইসো আমার সাথি;
গাছে ডালা দুলিয়ে বাতাস
করব চাঁদনি রাতি।
বন্ধু তুমি আইসো গায়ে
লাগবে ভালো বেশ,
আনন্দে আর ভালোবাসায়
সফর হবে শেষ।

পাহাড় দেখা

মোঃ জাহিদ হাসান (জায়েদ

হাটছি একা মেঠো পথে
যেতে হবে পাহাড় দেখতে
ঐ পাহাড়ের মেঘের মেলা
করছে শুধু খেলাধুলা।
পথের বাঁকে সামনে এসে
আমায় তুমি থমকে দিলে।

বললে তুমি, যাচ্ছো কোথায়?
যাব আমি পাহাড়ে
দেখব সেথায় ঝর্ণা ঝরে
মেঘারা সব খেলা করে।
বললে তুমি একটু থামো
আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

এই স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ার পরিবেশে
হারিয়ে যাব পাহাড় পরশ মেখে।
চলো আমরা থেকে যাই এই পাহাড় বুকেতে
তার রূপ যে, ছাড়ছেনা ভূমিতে যেতে।
পাহাড়ে আমি ফিরে পাই আমাকে
পাহাড় মানেই কি প্রশান্তি, স্নিগ্ধতার পরশ?
পাহাড় মানেই কি কান্নার পানিতে ঝর্ণার সমারহ?
পাহাড়ের ও একা থাকতে হয়! প্রিয়ো
শতক নষ্ট সহ্য করেও মানিয়ে নিতে হয়।

কবি পরিচিতিঃ জনাব এম এ চৌধুরী হাছিব সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার আষ্টঘরী গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন বীরসেনা মুক্তিযোদ্ধা হাজী আঃ কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর পিতা এবং মাতা নূরজাহান বেগম চৌধুরী। ইতালিতে থেকেও তিনি সাহিত্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। মানুষ গড়ার কারিগর এই কবির বই সংগ্রহ আর বই পড়া তার একটা নেশা। আঞ্চলিক পত্রিকা সংগ্রহ, ৬৪ জেলার মাটি সংগ্রহ এবং পুরাতন জিনিস সংগ্রহ করা তার শখ।

প্রকাশিত যৌথ গ্রন্থ- চন্দ্রদ্বীপ, মা, প্রেমের অনল, শত বছরের শত হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা, মহানায়কের মহান কীর্তি, মুজিব তুমি না হলে, শত কবির হাজার কবিতা, মুজিব নামা, কবিতা মোদের প্রাণ, মায়াবিণী, ২৫০ কবির কবিতা, সহ মোট ২০টি। লেখকের অনেক গুলো উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা রয়েছেন। লেখকের সম্পাদনায় যৌথ বই ভালোবাসার একযুগ, প্রবাসীর মনের কথা, বাবা-কে না বলা কথা, মা-কে না বলা কথা।

এক অলিখিত কবিতা

এম এ চৌধুরী হাছিব

যে ভাষণ শুনে চাষিরা হাতে তুলে অস্ত্র,
যায় নেমে যুদ্ধে পরনে থাকে কাদাময় বস্ত্র।
যে ভাষণ শুনে ছাত্র শিক্ষক হাতে তুলে অস্ত্র,
রাজপথে নামে যুদ্ধে অবাক করা এক মন্ত্রে।

যে ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ,
সেই ভাষণ করল অর্জন আন্তর্জাতিক মসনদ।
কি ভাষণ দিলেন সে দিন ১৮ মিনিটে
৭ই মার্চে কাপ ছিলো রেসকোর্সের মাঠে।

সেই ভাষণ ছিল কবির এক কবিতা অলিখিত,
রাজনীতির এক শ্রেষ্ঠ কবিতা আজ তা স্বীকৃত।
মুজিব ছিলেন সেই অমোঘ কবিতার স্রষ্টা,
রাজিনীতির কবি তিনি সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা।

সেই অমোঘ কবিতা ছিলো
এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বাবার লাঠি

এম এ চৌধুরী হাছিব

বাবার লাঠি ধরে আজ যখন আমি হাটি
মনে হয় যেন বাবার হাতটি ধরে আমি হাটি।
দারুন এক স্পর্শ যেন এটেলের কাদামাটি
বাবা তুমি তারা হয়ে জ্বলো আকাশে মিটিমিটি।

মনে প্রাণে চায় আমি তুমার দেখানো পথে হাটি
সেবায় থাকি যেন দেশ - মা আর মাটি।
মনে প্রাণে খোদার কাছে আজ করি এই মিনতি
পরপারে রাখেন যেন ভালো আমার প্রাণের আকুতি

হাতের লাঠি, পায়ের খড়ম, চোখের ঐ চশমাটা
পড়ে আছে জায়নামাজ - তাজবী আর সাদা পাঞ্জাবিটা।
ইজি চেয়ারে জং ধরেছে, ছিড়ে গেছে ছাতাটা
আমার সারা হৃদয়জুড়ে স্মৃতিতে ভরে আছে ভিতরটা।

কবি পরিচিতিঃ কবি অপু দাস ২০০৫ সালের জুন মাসের ৫ তারিখে পিরোজপুর জেলার ঝাটকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার বাধাল-বাজার বিষখালী গ্রামে। তার পিতার নাম আশিষ দাস ও মাতার নাম অনিতা দাস। তিনি বাধাল - বাজার "বিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে জেএসসি এবং পিরোজপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ" থেকে এসএসসি পাশ করেন। আর্থিক সমস্যার কারণে লেখাপড়া আর হয়ে উঠেনি। বর্তমানে তিনি ইলেকট্রিক কাজ করেন পাশাপাশি কবিতা লেখেন। শপ্তর্ষী প্রত্রিকায় তার প্রথম লেখা কবিতা "সুখ দূঃখের হাট" প্রকাশ পায়। পরবর্তিতে আরো একটি প্রত্রিকা ও যৌথ কাব্যগ্রন্থে তার লেখা কবিতা প্রকাশ পায়।

মন মায়াজাল
অপু দাস

একদা তুমি এলে কোন ভুলে ভুলিয়া
আমার এই ভাঙা হৃদের ভাঙা দার খুলিয়া,
এলো মেলো খোলা কেশে, কাজল আঁকা আঁখিতে
ওগো, মায়াজালে বাধিলে গো ভালোবাসি বলিয়া।

তব, স্নিগ্ধ শরৎ প্রাতে আসিলে গো ঘাটেতে
জল ভরা কলসি, কোমরের ভাজেতে,
দূর হতে দেখি আর স্বপনের জাল বুনি
আহা, নিদারুন হাসি নিয়ে মুখ ঢাকো লাজেতে।

বসিয়া চিন্তনের ঘোরে, কাটছেনা রজনী
ভাবি বসে, প্রনয় হাতে আগে কেনো আসনি,
জোনাকিরা লয়ে গেলো পত্রের পাপড়ি
ওগো প্রিয় চিঠি খানি পড়েছো কি পড়োনি।

বসন্তের সুর বহে দখিনো বাতাসে
কত, চম্পা চামেলি ফোটে কোকিলের আভাসে,
আশা ভালোবাসা কত জাগরণে মলিন হয়
ভেবেছি তোমায় নিয়ে চেয়ে রব আকাশে।

সেই কবে হলো দেখা আমরুপালির ছায়াতে
কচি ঘাসের শয্যাসায়ী কাজল চোখের মায়াতে,
যেই না তুমি ছুয়ে দিলে তোমার হাতে আমার হাত
হৃদয় মাঝে প্রেমের জোয়ার তোমার ছোয়া পাওয়াতে।

ওগো, প্রেমময় কেটে যায় সারাক্ষণ দিনমান
ভুলিবার লাগি তবে এতকিছু অভিমান,
ক্ষনিকের তরে কেন আসিলে এই মনেতে
তুমি কত দূরে দেখো, মাঝখানে ব্যবধান।

আজই, তুমি নেই কাছে জানি আর কিছু ভাবোনা
এ কেমন প্রেমে আজ বুক ভরা যাতনা
আজও আমি ভালোবাসি, যা বেসেছি গতকাল
জানিনা তোমায় আমি পাবো কি পাবো না!

কবি পরিচিতিঃ ‘ইদ্রিস আল মাহমুদ’। শৈশবকাল থেকে ‘ইলম আহরণের উদ্দেশ্যে’ আরামের বাসস্থান ত্যাগ করে ছুটে চলছেন দূরদূরান্তে। বর্তমানে আল-জামিয়া আল-জামিয়া পটিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা নিয়ে অধ্যয়নরত আছেন। বলাবাহুল্য যে, ১৫ই মার্চ দুই হাজার চব্বিশে “স্বপ্নরা ডানা মেলে উড়ুক” নামে তাঁর একটি বই বিকশিত হয়। চিরশ্লাঘ্য প্রভু যেন তাঁর এ অণুমাত্র প্রয়াস দীনের জন্যে কবুল করেন। আমিন।
শিক্ষার্থী: ‘আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া’ পটিয়া, চট্টগ্রাম।

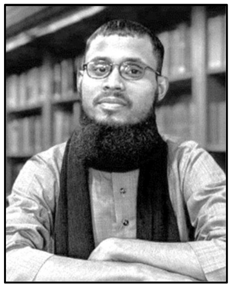

প্রিয়তমা
ইদ্রিস আল মাহমুদ

দেখেনি কেহ, শুনেনি কেহ,
কল্পনায় ভালোবাসি আমি যারে রোজ।
প্রতিনিয়তে যে আমি রাখি তার খোঁজ।

যেদিন মনে উদিত হয়েছিল
‘ফার্স্ট’ প্রেম প্রীতির পূর্ণচন্দ্র,
সেদিন হতে কল্পনায় রেখেছি এ ক্ষুদ্র বুকে
ভালোবাসার সমুদ্র।

যেদিন ইহজগৎ ছেড়ে চলে যাব
আমি আল্লাহর দরবারে,
সেদিনও হয়তো আমার আত্মা বলবে—
ভালোবাসি ভালোবাসি তারে বারে বারে।

যাকে স্মরণ হলে, মনে পড়লে—
বেড়ে যায় উন্নাসিক হৃদয়ে প্রেম প্রীতির মায়া।
সে আর কেহ নয় আমারই “প্রিয়তমা”।

কবি পরিচিতিঃ মোঃ জাহেদুল ইসলাম ২০০১ সালের ১৬ই জুলাই কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার অন্তর্গত গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝির কাটা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প সময়ে হিফজুল কোরআন সম্পন্ন করে কওমি মাদ্রাসায় জালালাইন পর্যন্ত এবং সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় বর্তমান অনার্স প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত রয়েছেন। পড়ালেখার পাশাপাশি প্রবন্ধ, অনুবাদ, কবিতা সহ বিভিন্ন লেখালেখির কাজ ও আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

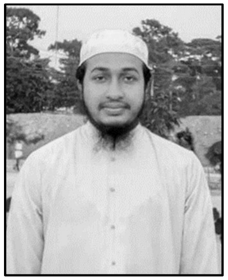

সবুজ গম্বুজ
মোঃ জাহেদুল ইসলাম

হৃদয়ে বাজে মদীনার সুর
ঘ্রাণ নিই সবুজ গম্বুজের,
কবে যে পাবো তাহার দেখা
যিয়ারত রাসুলের।

হইতাম যদি পাখি
সুলাইমানের হুদহুদ,
ডানা মেলে উড়াল দিতাম,
নিয়ে যাইতাম দরুদ।

হে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসুল মোহাম্মদ

মোঃ জাহেদুল ইসলাম

সাক্কিয়ে কাওছার তিনি হাবিবে কিবরিয়া
সাহিবুল হাসানাইন তিনিই রাসুল মোহাম্মদ।

সাইয়্যিদুল কাউনাইন তিনি শাফীউল মুযনিবীন,
রহমাতুল্লীল আলামীন তিনিই রাসুল মোহাম্মদ।

বদরুদ্দোজা তিনি শামসুদ্দোহা
সাইয়্যিদুচ্ছাক্কলাইন তিনিই রাসুল মোহাম্মদ।

সাইয়্যিদুল আম্বিয়া তিনি শফিকুল উমাম
ইমামুল মুরসালিন তিনিই রাসুল মোহাম্মদ।

হালিমার সেতারা, আমেনার দুলহান
তিনিই মোদের প্রিয় হাবিব রাসূল মোহাম্মদ।

বই পড়া সম্পর্কে বিখ্যাত মনিষীদের কিছু উক্তি

বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এটি হচ্ছে পাঠকের ভুল। বই লেখা জিনিসটা একটা শখমাত্র হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বই কেনাটা শখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়।
—প্রমথ চৌধুরী

ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সাথে কথা বলা।
—দেকার্তে

বই কিনে কেউ কোনদিন দেউলিয়া হয় না।
—জর্জ বার্নার্ড

ভালো বন্ধু, ভালো বই, এবং একটি ঘুমন্ত বিবেক— এটিই আদর্শ জীবন।
—মার্ক টোয়েন

একজন মানুষ ভবিষ্যতে কী হবেন সেটি অন্য কিছু দিয়ে বোঝা না গেলেও তার পড়া বইয়ের ধরন দেখে তা অনেকাংশেই বোঝা যায়। —অস্কার ওয়াইল্ড

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

বই প্রকাশ শুধু বই মেলার জন্য নয়। বই প্রকাশ হবে সারা বছর ঘরে বসে ঝামেলাহীন।
একক কিংবা যৌথ বই এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আজই যোগাযোগ করুন।

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী
ফকির বাড়ি মোড়, ডুয়েট, গাজীপুর।
মোবাইলঃ ০১৭৫৫-২৭৪৬১৪, ০১৯৭৫-২৭৪৬১৪